Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা আক্তার

রোলঃ 23090120026

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা আক্তার

রোলঃ 23090120026

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাছুমা আক্তার, আইডিঃ 23090120026বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাছুমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

মাছুমা আক্তার

আইডিঃ 23090120026

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

তাওহীদের বাণী 7

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ: 10

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: 12

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: 16

জাহিলিয়্যাতের যুগে ইসলাম 17

জীবনের ভাঁজে ভাঁজে ইসলাম 20

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 23

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম: 24

পারিবারিক জীবনে ইসলাম: 25

রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলাম: 29

সামাজিক দিক দিয়ে ইসলাম: 39

অর্থনৈতিক বিষয়ে ইসলাম 40

ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা 44

জাগতিক শিক্ষা: 48

জাগতিক জ্ঞান অর্জনের হুকুম 49

দ্বীনি শিক্ষা: 50

সত্য ধর্ম কোনটি?: 57

সত্য ধর্ম ইসলাম: 62

উপসংহার: 71

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম বাকি যা ধর্ম পৃথিবীতে আছে তা সব মানব রচিত ধর্ম যা মানুষ যুগের পালাবদলে পালন করে আসছে।ইসলাম শুধু ধর্ম পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এতে রয়েছে দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রের সব কর্মকান্ড যাকে এককথায় বলা যায়"একের ভেতর সব"।

ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তার প্রমাণ আমরা আল-কুরআনের সেই আয়াতে দেখতে পাই,আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা বলেন,

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।"(সূরা আল-মায়িদাহ:03)

প্রত্যেক জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলাম এক আর্দশ রোল মডেল।এটি অন্ধকার দূর করে আলোর পথ নিয়ে আসে।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম আর বাকি যে মানবরচিত ধর্ম পৃথিবীতে আছে তা সব বাতিল। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ এই সকল ভ্রান্ত আকিদার ধর্ম তৈরি করেছে যা আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার সাথে অংশীদার সাবস্ত করেছে যা কখনও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না একমাত্র ইসলাম ছাড়া।

যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার পূজা করো তা বাতিল করা হবে আর আখিরাতে ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর,যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা আল-বাকারাহ:21)

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.

যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি।অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযকস্বরুপ।সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। (সূরা বাকারা আয়াত :22)

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করবে, তার থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আল-ইমরান: 85)

انّ الدين عند اللهِ الإسلام

“ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। (সূরা আল-ইমরান:19)

সুতরাং উপরোক্ত কুরআনের আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবেই ইসলাম যে একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা উল্লেখ করেছেন।

তাওহীদের বাণী

ইসলাম অর্থ আমরা জানি শান্তি এছাড়াও অনেক অর্থ রয়েছে এর আরেকটি অর্থ রয়েছে সেটি হলো আত্মসমর্পণ করা।মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহর আনুগত্য করা তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাবস্ত না করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর ইবাদত করা।ইসলামের প্রথম বুনিয়াদই হলো এক আল্লাহর আনুগত্য করা। আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা মূলত এক আসমান ও এক যমীনের নিচে জ্বিন আর ইনসান সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য।

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।(সূরা আয-যারিয়াত : 56)

[1] এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর বিধিগত (শরয়ী) ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তিনি ভালবাসেন ও চান। আর তা হল, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আনুগত্যও শুধু তাঁরই করবে। এর সম্পর্ক যদি তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে হত, তবে কোন মানুষ ও জ্বিন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। অর্থাৎ, এই আয়াতে সকল মানুষ ও জ্বিনকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যেটাকে তারা ভুলে গেলে পরকালে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এই পরীক্ষায় তারা অসফল গণ্য হবে, যাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদের বাণী অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাস।ইসলামে একক সত্তায় বিশ্বাসী।আর সবকিছুর মূলে একক সত্তাই বিদ্যমান।

قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡۤا اِلٰـهَيۡنِ اثۡنَيۡنِ‌ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ‌ۚ فَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ

আর আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না।(1) তিনি তো কেবল এক ইলাহ।(2) সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।’

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর নিশ্চয় ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌছিয়েছেন ও তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যাই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর অন্য সনদে জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন, জান্নাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সে চাইবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে তাঁর সাথে আর কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। সাথে সাথে এ ঘোষণাই দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ। তারপর তাদেরকে তাঁকেই একমাত্র ভয় করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। কেননা, ভাল-মন্দ তাঁর হাতেই। তিনি ব্যতীত আর কেউ কারো ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছেন [দেখুনঃ সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫০, ৫১] অনুরূপভাবে একাধিক ইলাহ বিবেকের দাবীতেও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ বলেনঃ "যদি এতদুভয়ে আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক ইলাহ থাকত তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২২] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ "আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তার থেকে আল্লাহ কত পবিত্র! [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১|

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর মুক্ত গোলাম আবূ মা'বাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে যাচ্ছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহবান হবে- তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয়। তারা তা জেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ বার সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। যখন তারা

সালাত আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তাদের প্রতি যাকাত ফরজ করেছেন। তা তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরকে তা দেয়া হবে। যখন তারা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাক।[1]

তাওহীদ শুধু এক আল্লাহকে মানার নাম নয়।তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হলে প্রথমে একক সত্তা আল্লাহকে মানতে হবে,তারপর এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী হতে হবে,তাঁর সিফাতে বিশ্বাসী হতে।তাওহীদ মূলত তিন প্রকার:যথা–

1/ তাওহীদুর রুবূবীয়াহ (আল্লাহ তা'য়ালার একত্ব)

2/ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদতের একত্ব)

3/ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুনাবলীর একত্ব)

[1] সহিহ বুখারী: 7373

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ:

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ হলো এক আল্লাহকে স্বীকার করা তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি নভোমন্ডল ভূমন্ডল সমস্ত কিছুর মালিক।তাঁর মতো কেউ সমকক্ষ নেই।

প্রথম প্রকারের তাওহীদকে তাওহীদুর রুবূবীয়াহ বলে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর নিআমতকে তোমরা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যে, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিষ্ক দিবে? তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? [1]

তিনি এক,আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা।তিনি আমাদের রিজিকদাতা।পৃথিবীতে যত মাখলুক আছে সমস্ত মাখলুককে তিনি রিজিক দিয়ে থাকেন। আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা আমাদের যতদিন রিজিক লিখে রেখেছেন ততদিনই আমরা রিজিক পাবো।যেদিন মেয়াদ শেষ হবে সেদিন তল্লাশি করেও খুঁজে পাবে না কারণ রিজিক আল্লাহ তাকদীরে লিখে রাখছেন পৃথিবী সৃষ্টির 50 বছর আগে।আল্লাহ হলেন রাজ্জাক। তুমি যত চেষ্টাও করো না কেন কোন কাজ হবে না।

আল্লাহর সাথে কাউকে তুলনা করা যাবে না।তিনি অদ্বিতীয়, একক সত্তা। এই পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর ইশারায় হয়।তিনি কুন বললেই তা ফায়াকুন হয়ে যায়।তাঁর সমকক্ষ বলতে কেউ নেই।তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।তাঁর উপরে কেউ নেই।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?[2]

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

‘অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন’?[3]

[1] সূরা ফাতির আয়াত:03

[2] সূরা আন-নাহল আয়াত:17

[3] সূরা আস-সাফফাত আয়াত:96

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ:

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হলো এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা,ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার না করা।যারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে অংশীদার সাবস্ত করবে তারা মুশরিক বলে গণ্য হবে।তাদের কোন ইবাদতই আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা কবুল করবেন না যদি না শুধুমাত্র তাঁর জন্য করা না হয়।

তাওহীদূর রুবূবীয়াহ আল্লাহ একত্ববাদে বিশ্বাস হলেও কাজ হবে না।এই চন্দ্র, সূর্যের মালিক যিনি তাঁকে রেখে যদি বান্দা চন্দ্র, সূর্যের ইবাদতের লেগে পড়ে তাহলে সেই মালিকের কি করা উচিত।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এই পৃথিবীর মানুষদের সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য অন্য কারো জন্য নয়।তাঁকে রেখে তোমরা যার পূজা কর তা নির্থক।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা সমস্ত কিছুর পরিচালক।তাঁর সাথে অংশীদার সাবস্ত করা যাবে না ।যারা করবে তারা কাফের,মুশরিক। তাদের স্থান হবে একমাত্র আবাসস্থল জাহান্নাম। সেখানে তাকে গ্রাস করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।সে জান্নাতে কখনও প্রবেশ করবে না।

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।[1]

যুগে যুগে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন মানুষদের হেদায়েত ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য। নবী- রাসূলরা আল্লাহর একত্বের, আল্লাহর ইবাদতের বাণী যুগে যুগে প্রচার করে আসছেন।যারা গ্রহণ করেছে তারাই সফলকাম হয়েছে।তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

[1] সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত:72

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, ‘এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল’। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।[1]

তাই শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার ইবাদতের জন্য নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে বাণী পাঠিয়েছেন সাথে কঠোর হুশিয়ার বার্তাও দিয়েছেন যাতে করে মানুষসকল সর্তক হয়ে একত্ববাদ আল্লাহর ইবাদত করে।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَي اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে।[2]

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।’[3]

[1] সূরা আল-বাকারাহ আয়াত:25
[2] সূরা আন-নাহল আয়াত:36
[3]সূরা আম্বিয়া আয়াত:25

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِـهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

আর তোমার পূর্বে আমি রাসূলগণ থেকে যাদের প্রেরণ করেছিলাম তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি কি রহমানের পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাদের ইবাদাত করা যাবে?[1]

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাণী এক আল্লাহর একত্ববাদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন।আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ইবাদতের জন্য বলেন নি যে তোমরা আমাকে রেখে অন্য কারো ইবাদত কর বা আমার ইবাদত কর আবার অন্য কাউকেও কর।তাই তাগুতের পিছনে না ছুটে এক আল্লাহর ইবাদত করাই আমাদের প্রধান কাজ।

মূলত প্রথম প্রকারের তাওহীদকে 'তাওহীদুর রুবূবীয়াহ' বা প্রতিপালনের একত্ব বলা হয়।এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীতে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয়।বিশ্বাস করা হয় যে,আল্লাহ্ই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, সংহারক,রিযিকদাতা,পালনকর্তা,বিধানদাতা.... ইত্যাদি।এ সকল কর্মে তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের তাওহীদকে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ' বা ইবাদতের তাওহীদ বলা হয়।এ পর্যায়ে বান্দার কর্মে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা হয়।অর্থাৎ বান্দার সকল প্রকার ইবাদত: সাজদা , প্রার্থনা, যবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল, ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।[2]

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুসারে মক্কার কাফির, মুশরিক এমনকি সকল যুগের কাফের, মুশরিকগণ প্রথম প্রকারের তাওহীদকে বিশ্বাস করলেও দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহতে অংশীদার সাবস্ত করত।তারা আল্লাহকে,সৃষ্টিকর্তা,রিযিকদাতা,পালনকর্তা,সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহকে বিশ্বাস করে।

[1] সূরা আয-যুখরুফ আয়াত:45
[2] রাহে বেলায়াত, পৃষ্ঠা 256

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[সূরা লোকমান আয়াত:25]

এইসব বিশ্বাস করলেও তারা আল্লাহর ইবাদতের তারা অংশীদার করতো,তারা ভাবতো আল্লাহর কিছু প্রিয় মানুষ, জিন,ফেরেশতারার কাছে প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে,আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হবে,এতে তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হবে।তাই তাদের কল্পিত মূর্তি,সমাধী স্থাপন করে তাদের পূজো করতো, তাদের কাছে চাইতো।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۘ

জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ‘ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।[সূরা যুমার আয়াত:03]

[1] সূরা লোকমান আয়াত:25
[2] সূরা যুমার আয়াত:03

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত:

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহ ছাড়াও যে আল্লাহর 99টি গুনবাচক নাম রয়েছে।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার বিভিন্ন গুনবাচক নাম রয়েছে তা স্বীকার করা।আর-রহমান, আর-রহিম,আল-মালিক,আল-কুদ্দুস,আস-সালাম,আল-গফফার,আল-জব্বার আল-মু'মিনূন,আল-মুজিবু আল-সাত্তারু ইত্যাদি নামসমূহ।আল্লাহ যা জানেন তা সবাই জানে না তাঁর চেয়ে অধিক কেউ জানে না।তাঁর নামের গুনাবলী সর্ম্পকে তাঁর চেয়ে ভালো কেউ জানে না।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْم ُ

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْن َ

তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم ُ

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[1] সূরা হাশর আয়াত 22-24

জাহিলিয়্যাতের যুগে ইসলাম

ইসলাম শুধু ধর্ম পালন আর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।এটি জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।প্রত্যেক জিনিসের যেমন একটা ধারা বা গতি থাকে ঠিক তেমনি মানুষের চলার পথে ধারা এই ইসলাম।

ইসলাম হচ্ছে মানুষের জীবনের গাইডলাইন যেখানে প্রবেশ করলে শুধু আলোর রশ্মি দেখতে পাবে।অন্ধকারের রশ্মিকে আলোর রশ্মি দ্বারা নিভিয়ে দিতে ইসলামই একমাত্র সক্ষম।

জাহিলিয়্যাত মানেই আমরা বুঝি অন্ধকার আর অজ্ঞতার যুগ।যেখানে অল্পতেই ঘরে ঘরে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো।মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ নেই বললেই চলতো।

জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষ যেখানে জ্ঞান,বুদ্ধি লোপ পেয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত সেখানে মানুষ নিজ কন্যা সন্তান জীবিত পুঁতে রাখে,যেনা ব্যভিচার, খুন খারাবী,অসামাজিকতা, বৈষম্য এমন কোনো অনৈতিক কাজ নেই যা তারা করে নি তখন এই ইসলামই একমাত্র অন্ধকারে দূর করে আলোর পথে নিয়ে আসে।
আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে এই জাহিলিয়্যাতের অমানবিকতার অবসান ঘটান।

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত থেকে জাহেলি যুগের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন...।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

মূর্খতা আর অজ্ঞতার হাতছানি ছিল চারদিকে।পশুর মত আচরণ ছিল তাদের মাঝে।অশান্তি,বিশৃঙ্খলা যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো প্রায়ই।ইসলাম এসে এগুলোর সমাধান দেয়।এছাড়াও হায়া লজ্জা অনেক গোত্রের মধ্যে নেই বললেই চলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সামাজিকভাবে মেনেও নিতো যা ইসলামে এগুলো খুব জঘন্যতম কর্মকান্ড।

ইসলাম ছিল সব নবীদের ধর্ম। ফিকহুস সিরাহতে উল্লেখ আছে–সকল নবীর পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দ্বীন ও আর্দশের ওপর ছিলেন, ইসলাম তারই সমৃদ্ধ একটি রূপ।শাশ্বত এ বাস্তবতা কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াতে ফুটে উঠেছে—

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী![1]

قُلْ صَدَقَ اللهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'।[2]

যারা একসময় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মের উপর ঈমান আনে তারাই একসময় হারিয়ে যায় অতল গহ্বরে।

কালের আবর্তনে তারাই একসময় সত্যের সাথে মিথ্যার সৌমিত্র ঘটায়।তাদের মাঝে নানান ভ্রান্ত-আকিদা বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটে।এটাই প্রত্যেক জাতির চিরাচরিত নিয়ম।কালের আবর্তিত মূর্খতা তাদের পেয়ে বসে,ভ্রান্ত ও পথহারাদের মাধ্যমে তাদের মাঝে পংকিলতা ছড়ায়; আর তখন তাদের মাঝে ঘটে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ।

এসব সংমিশ্রণ থেকে আরবরাও বাঁচতে পারে নি। কালের বিবর্তনে তাদের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে।তারা মূর্তি-প্রতিমা পূজোয় মত্ত হয়। ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, মন্দাচার ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটে।এর ফলে তারা তাওহিদের (একত্ববাদ) আলো থেকে দূরে থাকে, মানহাজুল হানাফি (ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মীয় ধারা ও রীতি-নীতি) থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে জাহিলিয়্যাত (অজ্ঞতা) ছড়ায়।দীর্ঘকাল পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। অবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবূয়তপ্রাপ্তির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।[3]

সূত্র:[1]সূরা আল-হাজ্জ আয়াত:78

[2] সূরা আলে-ইমরান আয়াত:95

[3] ফিকহুস সিরাহ,পৃষ্ঠা 73-74

জীবনের ভাঁজে ভাঁজে ইসলাম

ইসলাম শুধু ধর্ম পালন আর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।এটি জীবনের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসে।এটি চিন্তার খোরাক ভয়ে আনে।কোনো জিনিস হালাল না হারাম, ভালো না মন্দ এই নিয়ে সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে।একজন মানুষ কোন দিক দিয়ে গেলে মঙ্গল হবে আর কোন দিক দিয়ে গেলে অমঙ্গল হবে সেটিও উল্লেখ আছে।

জীবনের এমন কোন জিনিস নেই যে ইসলামে উল্লেখ নেই।এটা শুধু চিন্তাশালদের চিন্তা করার বিষয়।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা নবীজি (সাঃ) কে খাতেমুন আম্বিয়া হিসেবে এ ধরণীর বুকে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে হেদায়েতের জন্য।তিনি যা নিয়ে এসেছেন এইসব শুধু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা অঞ্চলের জন্য নয়।তিনি সমগ্র মানব জাতি এবং পুরো পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের জন্য।তাঁর প্রত্যেক কথা,কাজ মানব জাতির জন্য উপদেশস্বরুপ।

নবী (সাঃ) এর একেকটা সুন্নাহ শুধু ইবাদতই নয় এইসব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দারুণ কাজে আসে।14 শত বছর আগে নবীজি (সাঃ) যা করেছেন বর্তমানে বিজ্ঞানে অনেকে এইসব কাজকে অনেক ক্ষেত্রে উপকার বলে উল্লেখ করে।
তাই জীবনের ভাঁজে ভাঁজে যদি আমরা নবীজি (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণ করি তাহলে লাইফ স্টাইল খুব সুন্দর হবে।

নবীজি (সাঃ) এর প্রতিটি সুন্নাহ আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।অনেক সুন্নাহ আছে যেখানে মানুষের রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়ক অনেক অমুসলিম বৈজ্ঞানিকরাও নবীজি (সাঃ) সুন্নাহকে মানবজীবনের অনেক উপকারের কথা বলে থাকেন।

কিছু সুন্নাহ আছে যেগুলো না বললেই নয়।নবীজি (সাঃ) রাতে সকাল সকাল ঘুমানোর হাদীস পাওয়া যায় যেখানে তিনি আমল করেছেন আমাদেরকেও করতে বলেছেন।এটা আমাদের জন্য শ্বাস্থের জন্য খুবই উপকার। এখন বৈজ্ঞানিকরাও তাই বলে।কিন্তু আমরা নবীর সুন্নাহ

তো অনুসরণ করিই না বরং নিজেকে সেই পশ্চিমাদের মত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই।সারা রাত ফোনে স্কোলিং, Facebook,Instagram, Tiktok দিয়ে নেট কাঁপাই।

কেউ কেউ তো ফজর পার করে দেয় এই অযথা স্কোলিং করে করে।সময়মত না ঘুমিয়ে শরীরের ক্ষতি করে।যে সময় ঘুমানোর কথা সেই সময় না ঘুমিয়ে যে সময় সজাগ থাকার কথা সেই সময় ঘুমাই যার কারণে সকালের বরকত থেকে বঞ্চিত হই।ফযরের পরের সময় হচ্ছে বরকতময় এতে কাজের কর্মে যা বারাকাহ 2 ঘন্টার কাজ মনে হয় 1 ঘন্টায় হয়ে যায়।সারাদিন যে কাজটা করতে সময় ব্যয় হয় তখন 2/1 ঘন্টায় কাজ সারিয়ে ফেলা যায় এতোই বরকত।

এই বরকত রেখে আমরা এই সময় ঘুমিয়ে পার করে দেই।নবীজি (সাঃ) যেভাবে লাইফ সেটেল করেছেন আমরাও যদি তাঁর রুটিন ফলো করতাম জীবনটা বরকতে ভরে যেত।

এছাড়াও পুরুষের জন্য ঢাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করা,সুন্নাহতে খাতনা ইত্যাদি আরো অনেক সুন্নাহ আছে যেখানে বৈজ্ঞানিকরাও হার মানে।এখানে মানব জাতির কল্যাণই নিহিত।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রিয় নবী (সাঃ) এর মাধ্যমে এগুলো এমনি এমনি ঘটান নি।মানব জাতির কল্যাণের জন্যই অনেক কিছু আছে যা মানুষের কল্পনাতীত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ۝

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক
স্মরণ করে।(সূরা আল-আহযাব 33:21)

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা নবীজি সাঃ কে আমাদের জন্য জীবনের সব ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে পাঠিয়েছেন।এই ধরণীর বুকে তিনি রহমতের কান্ডারী হিসেবে এসেছেন। তাঁর প্রতিটি কথা,প্রতিটি কাজ যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতাম তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতাম।আর এভাবেই জীবনের ভাঁজে ভাঁজে নবীজি সাঃ ইসলামের প্রসার ঘটান।

আল্লাহর নবী (সাঃ) মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আনেন। পৃথিবীতে যখন অজ্ঞতা আর মূর্খতার হাতছানি তখনই আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেন।মক্কার কাফিররা ভাবতো নবীজি সাঃ মূলত তাদের গোত্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা,ফাটল সৃষ্টি করার জন্য এসেছেন।

তাদের অমূলক চিন্তা ভাবনা দূর হয় যখন দেখে তিনি (সাঃ) বিশৃঙ্খলা বা ফাটল সৃষ্টির জন্য আসেন নি তিনি বরং মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনেন।তাঁর প্রত্যেক কাজ কর্মে রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণকর জিনিস।শয়তান কখনও চাইবে না আমরা তাঁকে ফলো করে তাঁর সাথে জান্নাতে যাই।তাই সে বিভিন্নভাবে মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় থাকে কিভাবে আদম সন্তানদের জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া যায়।আমরাও বোকার মত তার অনুসরণ করে জাহান্নামের পথেই হাটছি।

অথচ নবীজি সাঃ কে আমাদের মঙ্গলের জন্য পাঠিয়েছেন তিনি সত্যকে প্রচার করতে এসেছিলেন।
তিনি কোন মিথ্যার আশ্বাস নিয়ে আসেন নি ।তিনি বরং আল্লাহর কিতাব নিয়ে এসেছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য।তাই তো দলে দলে অনেক কাফির,মুশরিক সত্যের কালিমা পড়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।নবীজি সাঃ এর প্রতি ভুল ধারণার অবসান হয়।সত্যের জয় এমনি হয়।নবীজি সাঃ আল্লাহর দেওয়া মনোনীত ও সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন মানুষের হেদায়েতের জন্য।

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে এমন এক ধর্ম যেখানে শুধুমাত্র ধর্ম কর্ম আর আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়।ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে সব বিষয় নিয়েই কথা বলে।ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।ইসলামে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে দিকনির্দেশনা দেয়।

ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন কিভাবে কাটাবে।ঘুম থেকে শুরু করে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কিভাবে চলবে তা ইসলাম শিক্ষা দেয়।দৈনন্দিন কাজে কিভাবে বারাকাহ পাবে সেটারও সলুশন দিয়ে থাকে।
পারিবারিক সম্পর্ক কিভাবে গড়ে তুলবে। বড়দের সম্মান করা, তাদের অসম্মান না করা,ছোটদের স্নেহ করা,তাদের সাথে খারাপ আচরণ না করা।পরিবারের সাথে বন্ধন অটুট রাখা।আত্মীয়ের সম্পর্ক বজায় রাখা,তাদের সাথে সম্পর্ক চিন্ন না করা।

রাজনৈতিক বিষয়েও ইসলামের দিকনির্দেশণা রয়েছে।কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তা কুরআন হাদিসে উল্লেখ আছে।সামাজিক ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা দিকনির্দেশণা।
জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের আর্দশ। ইসলামের এইসব দিকনির্দেশণা সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে দু জায়গাই সাফল্য অর্জন হবে।একমাত্র ইসলামই পারে আখিরাতের পথ সুগম করতে।ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ অনুসরণ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইসলামকেই আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পাঠিয়েছেন। সব নবীকে এই ইসলাম ধর্মেই মনোনীত করেছেন আবার এই ধর্মকেই প্রচার করার জন্য বলেছেন।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[সূরা আলে-ইমরান আয়াত:85]

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম:

ইসলামে ব্যক্তিগত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।ব্যক্তির জীবন কিভাবে গঠন করবে।তার ইহকালিন,পরকালিন জীবন কিভাবে হবে।সে ঘুম থেকে উঠা থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত তার লাইফ স্টাইল কিভাবে সেট আপ করবে সেই দিকনির্দেশণা দেয়।

তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা খারাপ আচরণ বর্জন করা।দৈনন্দিন জীবন তার কিভাবে কাটবে এটার গাইডলাইন হচ্ছে ইসলাম।

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই ইসলাম গাইডলাইন দেয়।জীবনে চলার পথে মানুষের দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এতে ধৈর্য্য ধরার তাগিদ দেয়।অন্য কোন ধর্মে এভাবে এত গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে না যেখানে ইসলামে করে।কারণ ইসলাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া মনোনীত ও সত্য ধর্ম বাকি যা ধর্ম এগুলো মানব রচিত যার কারণে ত্রুটির অভাব নাই। আর ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে ভুলের কোন প্রশ্নই আসে না।

ইসলাম হচ্ছে ত্রুটিমুক্ত যেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে ইসলাম।

নবীজি (সাঃ) এর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে কত সুন্দর নমুনাই না দেখতে পাই।তিনি আল্লাহর রাসূল হলেও তিনি ছিলেন একজন মানুষ। মানুষ যেভাবে বিয়ে,সাদি সন্তান লালন-পালন করে থাকে।নবীজি (সাঃ) ও বিয়ে,সংসার সব করেন।তিনি যে শুধু নবুয়তের কাজ নিয়েই সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন তা না।
তিনি সংসারে একজন স্বামীর যে দায়িত্ব কর্তব্য, একজন পিতা হিসেবে যা কর্তব্য তাই করতেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সেরা স্বামী,সেরা বাবা।এই একটা মানুষের মধ্যেই ভালো যা গুণ আছে সব বিদ্যমান।

পারিবারিক জীবনে ইসলাম:

ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির পারিবারিক জীবনেও ভূমিকা রাখে।পারিবারিক জীবন কিভাবে গঠন করবে তার দিকনির্দেশনা দেয়।পরিবারে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব কি কর্তব্য কি তা বলে দেয়।

পরিবারের একে অপরের প্রতি ভালো আচরণ রাখবে।ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলবে,একে অপরের সহযোগি হবে।নারীরা গৃহে কাজে কর্ম,সন্তান লালন-পালন,স্বামীর খেদমত করবে এতেই সংসারে সুখ নিহিত।একমাত্র ইসলামই নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে।নারীদের নামে আলাদা সূরাই আছে কুরআনে সূরা নিসা নামে।

যারা বলে নারীদেরকে ইসলাম গৃহবন্দী করে কোণঠাসা করে রাখতে চায়।নারীদের কোন স্বাধীনতা নেই।পুরুষদের মত সমানতালে চলতে পারে না।তাদের কাছে আমার প্রশ্ন? নারীরা যে পুরুষের মত চলতে পারে না সমানতালে।তারা গৃহে নিজ স্বামীর সন্তান খেদমতে থাকে এতে করে কি তাদের কোন ক্ষতি হয়েছে! নাকি তোমাদের যারা বাহিরে বের হয়ে ধর্ষনের স্বীকার,ইভটিজিং এর স্বীকার হয়েছে কখনও কি এই ঘরে থাকার কারণে কোন বোন ধর্ষনের স্বীকার হয়েছে!কেউ বলতে পারবে!

প্রতিদিন নিউজফিডে এত ধর্ষণের খবর যা সিনেমাকেও হার মানায়।কত নিষ্ঠুরভাবে মা বোনেরা এভাবে স্বীকার হচ্ছে তার কোন ইয়াত্তা নেই।এছাড়াও চাকরির নামে কলিগের সাথে পরকিয়া এইসব জঘন্যতম কর্মকান্ড অহরহ হচ্ছে।এটাকেই বলবে সমান অধিকার যেখানে একজনের স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে এটাকেই বলবে নারীবাদ জিন্দাবাদ। এটাকে প্রমোট করে বেড়াচ্ছে আবার।

স্লোগানে স্লোগানে এগিয়ে যাচ্ছো এই নারীবাদী নারীবাদী স্লোগানে।যেটাকে বলে খাল কেটে কুমির আনা।অনেকের তো গর্ব হয় যে আমার স্ত্রী চাকরী করে। তো এতে গর্ব হওয়ার কিছু নেই স্ত্রীর প্রতিষ্ঠানে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন যে সে পরপুরুষের সাথে হাসি তামাশা মেতে আছে।কাজের পাকে পাকে পরপুরুষের সাথে একটু আদটু কথা না বললেই নয়।হয়তো অনেকেই কলিগের সাথে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ে।এমনটা হবে না তার কোনো গ্যারান্টি আছে।এটাকেই আবার আমরা নারীবাদ দিয়ে স্লোগান করি।

ইসলাম যেখানে হায়া,লজ্জার থাকার কথা বলে সেখানে সবকিছু ফরমেট করে এই জঘন্যতম কর্মকান্ড করতে তাদের কোন দ্বিধা থাকে না।যেখানে ইসলামে এইসবের কোন ছাড় নেই। ইসলাম নারীদের কেন ঘরে থাকতে বলে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হয় নি।ইসলামে নারীদের দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়েছে।এমনি এমনি পুরুষের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় নি ।আর আমরা ঠিক উল্টোটা করি পুরুষের দায়িত্ব নিজের কাধে নিয়ে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলি এটাই আমাদের বর্তমান কালচার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে ...। [1]

অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। আর তাদের জন্য তোমাদের উপর রয়েছে তাদের সঙ্গত ভরণ-পোষণ।[2]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে নারীদের ভরণ-পোষণ নেওয়া তাই তাদের কাজ হবে বাহিরে আর নারীরা থাকবে নিজ গৃহে।নারীদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা পুরুষদের কাছে শান্তিময় হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে যে শান্তি অনুভব করবে অন্যকারো কাছে পাবে না।

[1] সুনানে নাসায়ী ৫/৩৭৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩০
[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৭; জামে তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা' হাদীস : ১১৬৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[সূরা আর-রূম আয়াত:21]

তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (সূরা আরাফ : ১৮৯।

একমাত্র ইসলামই নারীদের সংরক্ষিত করেছে।দামী জিনিস গোপন থাকাই শ্রেয় তা না হলে চুরি হওয়ার ভয় থাকে।মুক্ত যেমন ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকে দামি জিনিস বলে সেইম নারীদেরও পর্দার মধ্যে আবব্রত থাকতে বলেছে দামী বলে।

হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : ৩১।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[সূরা আল-আহযাব আয়াত:33]

একমাত্র ঘরই পারে নারীকে নিরাপদ দিতে।কারণ চার দেয়ালের মাঝে নারীর অবস্থান কোন পরপুরুষ অবলোকন করতে পারে না।নিজ ঘরে সন্তানের লালন-পালন,ঘরের কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই চলে যায়।এতে বাহিরের কুদৃষ্টির ভয় থাকে না।

পরিবারে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। নারী যদি ঘরে দায়িত্ব পালন না করে পুরুষের মত সমানতালে বাহিরে কাজ করে তাহলে ঘর সামলাবে কে! আর সন্তানের দেখাশোনা করবে কে!অনেকেই বলবে কাজের লোক দিয়ে করলেই হবে।কাজের লোক দিয়ে তোমার সন্তানকে বড় করবে ! তাহলে তো তাদের মনমানষিকতাই বড় হবে।
বৃদ্ধ যখন হবে তখন সন্তানের কাছ থেকে সেবাযত্ন আশা কর না কেননা এতে কাজের লোকই যথেষ্ট বা বৃদ্ধাশ্রম।এটাই পশ্চিমাদের শিক্ষা।

কারণ ওদেরকে ফলো করে আমাদের বিশ্বজয় করতে হবে।আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো।পশ্চিমাদের দেখবেন ওদের ঘর সংসার নিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা নেই। একটা স্বামী

আছে ,সন্তান আছে যেযার মত চলুক সমস্যা নেই। এতে কতটুকু স্বামী সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থাকে!

পশ্চিমাদের ফলো করতে গিয়ে আমরা পরিবারের মানুষের ভালোবাসা থেকে দূরে।ওরা ইসলাম মানে না তাই তাদের লাইফ স্টাইল অন্যরকম।তাই তাদের বাড়ি গাড়ি,ব্যাংক ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও কোন সুখ নেই।কেন! কারণ তাদের মধ্যে ইসলাম নেই।ইসলাম যেখানে নেই সেখানে শান্তি থাকতে পারে না।বাহ্যিক দিক দিয়ে সুখি মনে হলেও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে তারা একবারে নিঃস্ব।

আমাদেরও হতে হবে ওদের মতো নারীদেরকে ঘরে রেখে দিয়ে বিশ্বজয় করতে পারব না ।আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে যেখান থেকে যে পর্যন্ত যাওয়া যায় এতে সমস্যা নেই এটা নারীবাদ বলে যারা চিল্লা পাল্লা করে তাদের ইচ্ছা।

অথচ ইসলাম কত সুন্দর নির্দেষণা দেয় আমাদের কাছে দমবন্ধ লাগে।ইসলাম যদি মেনে চলতাম তাহলে পরিবারে সবাই একে অপরের পাশে থেকে সুন্দর মুহূর্ত কাটতাম।কেউ কারো অবহেলার পাত্র হতো না।ইসলাম যেখানে পুরুষের প্রশান্তি নারীদেরকে বলে সেখানে আমরা প্রশান্তির জন্য নারীদের রাস্তায় নামাই।দিনশেষে প্রশান্তির বদলে ঝগড়া,অশান্তি ভরপুর।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলাম:

ইসলাম শুধু ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।রাজনৈতিক বিষয়েও ইসলাম গাইডলাইন দেয়।একটা রাষ্ট্র কিভাবে সুষ্ঠভাবে চলবে।রাষ্ট্রের প্রধান কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কি।নাগরিকের প্রতি সমতা রাখা,ন্যায় নীতি রাখা।একজন নেতা তার কর্মে নাগরিক সন্তুষ্ট থাকবে।

একমাত্র ইসলামই পারে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে।ইসলামে দুর্নীতির কোন আশ্রয় নেই।
যে রাষ্ট্রের ইসলামের বিধান নেই সেখানে দেখবেন দুর্নীতি,সন্ত্রাসনীতি ভরপুর।ইসলামের বিধান নেই বলেই আজ দেশের রাজনীতির বেহাল অবস্থা।দেশের আইনব্যবস্থা,বিচার ব্যবস্থা নামে মাত্র।প্রতিদিন নিউজফিডে খুন,চুরি ডাকাতি,ধর্ষণ।

চোখের সামনে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।গুমের নামে হত্যা, চোখের পলকে হত্যা কোন বাকবিচার ছাড়াই এইসব অহরহ ঘটনা হচ্ছে।আইন ব্যবস্থা,বিচার ব্যবস্থা কোন বিচার নেই। নামে মাত্র ধরবে আর ছাড়বে এটাই ইসলামবিহীন রাজনীতি।রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলাম নেই বলে বিভিন্ন দেশে দলাদলী,হানাহানি।ইসলাম দিয়ে,কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলে না বলেই আজ দেশের এই অবস্থা।

আজ যদি ইসলাম দিয়ে,কুরআন দিয়ে শাসন হতো তাহলে দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্যরকম হত।আজ রাজনৈতিক মহলে ইসলাম নেই বলে নারীরা রাস্তাঘাটে সহজে চলাফেরা করতে ভয় পায় কারণ সুযোগ পেলেই হয়রানি হতে হয়,নিজের সর্বোচ্চ দিতে হয় নরপিশাচদের হাতে।
ছোট শিশুরাও রেহাই পায় না ওই সব খাদকদের কাছে।কত মা তার বুকের ধনকে হারাচ্ছে,কত ভাই তার আদরের বোনকে হারাচ্ছে।শুধু ধর্ষণ করে ক্রান্ত হয় না একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলে তাদের অস্তিত্ব।

এভাবেই চলে যায় দিন।লাশের কোন খবর নাই বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকে।কতটা নিষ্ঠুর আর নির্দয় হলে মানুষ এভাবে যা ইচ্ছে তাই করে।কারণ ওদের শরীয়া অনুযায়ী বিচার হয় না।হত্যার বদলে হত্যা যদি হত শরীয়া অনুযায়ী তাহলে কেউ সাহস পেত না এভাবে খুন করতে।

দিনদিন মানুষের জান মালের কোন সেইফ নেই আইনি শাসন দূর্বল বলে।একদিকে পুলিশ শাসন ধরলে অন্যদিকে বের হয়ে যায়।আসামীর কিছু হয় না বলে সে পার পেয়ে যায় আবার সে একই অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না এভাবেই চলে দেশ। এরই নাম রাজনীতি।

দেশে ভন্ডামি,নষ্টামি,ইতরামির অভাব নাই।সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি নিয়ে রাজনীতি চলে।কথামত চাঁদা না দিলেই চলে হুমকি দামকি।এমনকি পাবলিকের সামনে খুন করে কেউ কিচ্ছু বলে না।সবাই লাইভ নিয়ে ব্যস্ত। ফেসবুকে কিছু লাইক,কমেন্টের জন্য কিছু সিম্পেথি পাওয়ার আশায়।মানবতার কাছে অসহায় মানুষ আজ হার মানে।

দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা দূর্বল থাকার কারণে জনগন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। আজ যদি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হতো তাহলে এতদূর যেতো না।

আমরা মুখে বলি ইসলামি রাষ্ট্র চাই, ইসলামি রাষ্ট্র চাই অথচ বাস্তবে রাজত্ব তুলে দেই ইসলামের দুশমনদের কাছে।তাদের রাজত্বে কে বাঁচলো আর কে মরলো এতে তাদের কিছু যায় আসে না।

ইসলামি রাষ্ট্র হলেই যে নিজ স্বাধীনতা চলে যাবে এমন না।ইসলাম কাউকে জোরজবরদস্তি করে না।আর ইসলাম আসলেই যে শুধু মুসলিমদের লাভ হবে আর অমুসলিমরা নির্যাতিত হবে এমন ধারণা পোষণ করা বোকামি।কারণ ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য আসে নি এটা গোটা বিশ্বের মানুষের হেদায়াত ও মুক্তির জন্য।

ইসলাম শান্তির বার্তা নিয়ে আসে।তাই যেখানেই ইসলাম সেখানেই শান্তি।আমরা ইসলাম সঠিকভাবে মানি না তাই অশান্তির অনলে ডুবি।আমরা যদি নবীজি (সাঃ) এর শাসন আমলের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই তিনি ছিলেন সারা জাহানের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফ বজায় রাখতেন।

তিনি শত্রু-মিত্র, ধনী-গরীব সবার সাথে ন্যায় ইনসাফের সাথে আচরণ করতেন।তিনি জনগণের অধিকার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতেন।তিনি আমাদের রাষ্ট্রের কাজ কর্ম এভাবেই শিখিয়ে যান সুষ্ঠুভাবে।এটাই ছিল নবীজি সাঃ এর আমাদের জন্য শিক্ষা।

আজ আমরা এ শিক্ষা না নিয়ে পশ্চিমাদের শিক্ষায় আকৃষ্ট হচ্ছি যার জন্য দিনশেষে আমাদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হতে হচ্ছে।
কুরআনে রাজনৈতিক বিষয়েও সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ আছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরি–

প্রথমত: মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই কিছু হলেই খুন।প্রতিদিন নিউজে খুনের খবর এমন কি ছোট শিশুদের খুন করতে দ্বিধা করে না কারণ অহরহ হত্যা করে তারা পার পেয়ে যায়।তাদের তেমন কোন শাস্তি হয় না তাই খুন করতে এতোটা ভয় লাগে না ।যদি ইসলামের শাস্তি কায়েম হতো তাহলে কাউকে মারার আগে বুক কাঁপতো।

আল-বাকারাহ ২:১৭৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।(সূরা আল-বাকারাহ:179)।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

আর তোমরা সেই নাফ্সকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।[সূরা আল-ইসরাইল:33]

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এভাবেই কুরআনে হত্যার বদলে হত্যার কিসাস দিয়েছেন।যদি এভাবে কুরআনের আইন জারি হতো তাহলে এভাবে বিনা দোষে প্রাণ হারাতে হতো না।নরপিশাচরা কাউকে মারার আগে ফাস্টেই কিসাসের কথা মাথায় আসতো।তখন নিজের জান নিয়েই ক্রান্ত হতো।

দ্বিতীয়ত: নিকৃষ্টতম কাজ করে বেড়ায় তার জন্য সঠিক বিচার নেই এমন কি নিজেকে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয় তার কোন হুশ নেই।মদ,হিরোইন, গানজা নেশাজাতীয় দ্রব্য যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাই নিয়েই মানুষ ব্যস্ত। এটার জন্য কোন বিচার ব্যবস্থা নাই কারণ তারার কাছে এটা সাধারণ। অথচ এই নেশাজাতীয় দ্রব্য মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[সূরা আল-মায়িদাহ:90]

হাদীসে এসেছে, নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম।যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়,তার অল্পও হারাম।[1]

[1] ইবনে মাজাহ,অধ্যায়:খাদ্য-পানীয়, অনুচ্ছেদ: যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়,তার অল্পও হারাম।(হা/3392)
এই হাদীসে প্রথম অংশ "নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম।" বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী, আবু মুসা রাঃ থেকে, অধ্যায়;মাগাযী,অনুচ্ছেদ:বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা ও মুয়াযকে।[1]

তৃতীয়ত: ব্যভিচার প্রকট আকার ধারণ করেছে।কেউ কাউকেই তোয়াক্কা করছে না ফলে ঘরে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।ইসলাম যেটাকে হারাম করেছে সেটাকে উন্মুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।মনে হচ্ছে যেনা-ব্যভিচার সাধারণ জিনিস। এই জঘন্যতম কর্মকান্ডের জন্য কত সুন্দর সাজানো সংসার নষ্ট হচ্ছে তার হিসেব নেই আমরা তো আনন্দ উল্লাসে মেতে আছি।এগুলোর জন্য আইনি ব্যবস্থা নেই অথচ ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা সবকিছুর জন্য দিকনির্দেশনা দেয় এজন্যই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়েছে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[2]

[1] হা/3997।মুসলিম, অধ্যায়: পাণীয়, অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই মদ,হা/2001।
[2] সূরা আন-নূর আয়াত 02
আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত তারা বলেন,

»جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوْا لِيْ: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِي e: ُّ ُلَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ! فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا«

"জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে কোর'আনের ফায়সালা করুন। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে বললো: সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে কোর'আনের ফায়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বললো: আমার ছেলে এ লোকটির নিকট কামলা খাটতো। ইতিমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। সবাই আমাকে বললো: তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন আমি আমার ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নেই এ লোকটিকে একটি বান্দী ও একশটি ছাগল দিয়ে। অতঃপর অত্র এলাকার আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, তোমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের মাঝে কুরআনের বিচার করছি, বান্দী ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলেটিকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো। অতএব, উনাইস তার নিকট গেলো। অতঃপর তাকে রজম করলো"।[1]

ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

»أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّيْ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى«

“একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তখন সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী। সে বললো: হে আল্লাহর নবী! আমি ব্যভিচারের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব, আপনি তা আমার ওপর প্রয়োগ করুন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বললেন, এর ওপর একটু দয়া করো। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করলো।
অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে তার কাপড় শরীরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো। এরপর তাকে রজম করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সালাত পড়ান। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্চর্যান্বিতের স্বরে বললেন, আপনি এর জানাযার সালাত পড়াচ্ছেন; অথচ সে ব্যভিচারিণী?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যা মদীনাবাসীর সত্তরজনকে বন্টন করে দেওয়া হলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি এর চাইতেও কি উৎকৃষ্ট কোনো কিছু পেয়েছো যে তার জীবন স্বেচ্ছায় আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে”।[2]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৫, ২৬৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯৭, ১৬৯৮; তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৪৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৯৭।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৪০; তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬০৩।

চতুর্থত: দেশে চুরি ডাকাতির জন্য নাম্বার ওয়ান। দিনের বেলায় সব লুটপাট করে নিয়ে যায়।কোনো কিছু করারও সুযোগ নাই।জান মালের কোন সিকিউরিটি নেই।কত মানুষের কত কষ্টের জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে যায় চোখের সামনেই। কিছু বললেই হুমকি

দামকি।ইসলামি শাসন ব্যবস্থা নেই বলে আজ এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সাধারণ মানুষদের।

ইসলাম যেখানে চুরির দায়ে তার হাত কাটার কথা বলে সেটা যদি প্রয়োগ হত তাহলে এই শাস্তির ভয়ে কেউ চুরি করতো না।
ইসলাম তো এমনি এমনি আসে নি।ইসলাম মানি না তাই আমাদের তো এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

ইসলাম যেখানে শান্তির কথা বলে সেখানে আমরা অশান্তির জন্য স্লোগান করি দিনরাত পার করে দিই নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে তাহলে তো শান্তি আসবেই।শয়তানের কুদৃষ্টি আমাদের উপর তাহলে তো অশান্তির বন্যা হবেই।

শয়তান তার অহংকারে পড়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে আদম (আঃ)এর জন্য আর এই আদম সন্তানকে সে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে।সে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে এই আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে আর আল্লাহও বলেছেন যে আমার বান্দা যদি তওবা করে ফিরে আসে তাহলে তাকে মাফ করে দিব।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অতঃপর যে তার যুলমের পর তাওবা করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[আল-মায়িদাহ আয়াত:39]

আমরা তো আল্লাহকে খুশি না করে শয়তানকে খুশি করে তার রাস্তায় যাই।যেখানে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন তাঁর কাছে তাওবা করলে তিনি মাফ করে দিবেন তিনি তো ক্ষমাশীল ক্ষমা করতেই পছন্দ করেন।আমরা তা না করে উল্টো স্রোতে ভাসছি।

এটাই ছিল শয়তানের চাল সে আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে তার দিকে নিয়ে যায়।আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, যা কিছু আমাদের জন্য অমঙ্গল মনে করেছেন তাই বেশি করি।যে কাজটা খারাপ সেটাই করতে বেশি ভালো লাগে।যে কাজ ভালো সেটা করতে খারাপ লাগে।

ব্যবসা আল্লাহ হালাল করেছেন সেটা না করে সুদ,ঘুষ খেতে ভালো লাগে,চুরি,ডাকাতি করতে ভালো লাগে সেটাতে স্ট্যাটাস মনে হয় বাড়ে।শয়তানে মনে হয় কানে কানে এসে বলে ব্যবসা করবে না উপরে যেতে পারবে না সুদ খাও,ঘুষ খাও,কাজ করা লাগবে না চুরি কর সম্মান বাড়বে।তা না হলে আমরা হালাল রেখে হারামের পিছনে ছুটি কেন।ইসলামে এই জঘন্যতম কাজের জন্য শাস্তি লিপিবদ্ধ আছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[1]

পঞ্চমত: মিথ্যা বলা,প্রতারণা করা নিকৃষ্টতম কাজ।এগুলোর কোন অংশ নেই ইসলামে।একটা কথা আছে লোকমুখে শুনা মিথ্যা বলা মহাপাপ।মিথ্যার আশ্রয়ে মানুষ জঘন্য থেকে জঘন্যতম কর্মকান্ড করে থাকে।আর মিথ্যার আশ্রয়ে মানুষের সাথে প্রতারণার স্বীকার হয়।বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডে মানুষ প্রতারণা করে থাকে এতে মানুষের নানান ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়।

এই রকম অনৈতিক কর্মকান্ড ইসলামে নিষিদ্ধ।মিথ্যা বলা ইসলামে কবিরা গুনাহর মধ্যে একটি এর শাস্তিও রয়েছে আল-কুরআনে।আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা মিথ্যা বলা মানুষদের অপছন্দ করেন।মিথ্যা বলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

মুনাফিকদের অন্যতম চিহ্ন: "মুনাফিকদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, ভঙ্গ করে; যখন আমানত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (বুখারি, মুসলিম)।

বন্ধ সেজে এসে তোমার সাথে এমন ব্যবহার করবে যে ক্ষতি করার সময় তুমি টের ও পাবে না এভাবেই প্রতারক ধান্দাবাজিতে তোমাকে আশ্বস্ত করবে।অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।[2]

[1] সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত:38
[2] সূরা আল-বাকারাহ আয়াত:9

ষষ্ঠতম: ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার রয়েছে আমরা নবীজি (সাঃ) এর সীরাহ অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারব নবীজি (সাঃ) নিজেও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন নবীজীর সাহাবিরাও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন ইতিহাস পড়লে জানতে পারব।
কিন্তু ইসলামের কিছু দুশমনরা বলে ইসলামে কোন রাজনীতি নেই।কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা ইসলামে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বিষয় দেখতে পাই।তখনকার রাজনীতি আর আমাদের রাজনীতি আকাশ পাতাল পার্থক্য।

তখনকার রাজনীতিতে ছিল ন্যায় নীতিতে ভরপুর।তাদের অন্তরে ছিল তাকওয়া,আল্লাহর ভয়।যার কারণে তাদের রাজনীতিতে ধনী,গরিব,ছোট,বড় সবাই সমান।সবাই সঠিক বিচার পেতো।কেউ খারাপ কাজ করে আরামশে জীবন কাটাতো এমন না।আর বর্তমানে আমাদের নিজেদের লাভাংশের ভার বেশি থাকায় ন্যায় নীতি দার কাছেও নেই। আমরা চাই দুনিয়া আর ওরা চাইতো আখিরাত।তাই তো তারা দুনিয়াকে বেঁচে আখিরাতকে কিনে নেয়।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।[সূরা নিসা আয়াত:65]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি হাড়ের জোড়ার জন্য তার উপর সাদাকা রয়েছে। সূর্য উঠে এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদাকা।'[2]

[1] সূরা নিসা আয়াত:65
[2] (২৮৯১, ২৯৮৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫২৩)।

আমাদের নবীজি (সাঃ) এমন শাসক ছিলেন যেখানে বিচারের ক্ষেত্রে কোন অন্যায় করতেন না।তাঁর কাছে বিচার ব্যবস্থা ছিল ন্যায়,নীতি।কেউ যদি কোন অপরাধ করে আর সেটা যদি তাঁর মেয়ে ফাতেমাও করতো তাহলেও নিষ্ঠার সাথে বিচার করতেন এমন একটা হাদীস আছে ।

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে?

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় জন উসামাহ (রাঃ) ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেনঃ তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেনঃ

হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা গুমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোন সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়াতের শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত কেটে দেবে।[1]
ইসলাম এভাবেই অনেক কিছুর সুরাহা দেয় আমরা মানি না তাই উপলব্ধি করতে পারি না ।
[1] সহীহ বুখারী: 6788

সামাজিক দিক দিয়ে ইসলাম:

আমাদের চারপাশে যা আছে তাই সমাজ।সামাজিকতা দিক দিয়ে মানুষ একে অপরের পাশে থাকাটাই হলো মনুষ্যত্বের কাজ।সমাজে বিভিন্ন অসহায় মানুষ আছে যার দিকে মানুষ চোখ তুলে থাকায় না।শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত মানুষ।ইসলাম একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলে।কেউ বিপদে পড়লে তার সাহায্য করবে,কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা যত্ন করবে।এটাই ইসলামের আদর্শ।

অসহায়,দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার জন্যও ইসলাম উৎসাহ দেয়।যাদের টাকা পয়সা,ব্যাংক ব্যালেন্স অভাব নেই তাদের উপর যাকাত দেওয়ার কথা আছে কেননা এতে করে গরিবের জন্য উপকার হয়।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,প্রজ্ঞাময়।[1]

এত সম্পদ, এত টাকা পয়সা শুধু নিজের জন্য বরাদ্দ না রেখে যারা গরীব অসহায়,এতিম,মিসকীনদের জন্যও কিছু খরচ করার কথা ইসলাম বলে যা অন্য কোনো ধর্মে এভাবে বলে নি।সবদিক দিয়েই ইসলাম সৌন্দর্যের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণের কথাও ইসলাম বলে।প্রতিবেশীর কেউ যদি অভুক্ত থাকে তার খুঁজ খবর নেওয়া।নবীজি (সাঃ) এর জীবনীতে দেখেছি তিনি প্রতিবেশীর খুঁজ খবর নিতেন এমনকি সাহাবীরাও নবীজীর আর্দশ লালিত করেন।

[1] সূরা আত-তাওবাহ আয়াত:60

অর্থনৈতিক বিষয়ে ইসলাম

ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যোগান দিয়ে থাকে।এই সমস্ত কিছুর মালিক মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা।এই সমস্ত কিছুর সম্পদ একমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার মানুষ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই অর্থ সম্পদ উপার্জন করে থাকে।ইসলাম এই উপার্জন হালাল পন্থায় অর্জনের তাগিত দেয় এতে মানুষের ইহকালিন, পরকালিন ভালো হয়।অন্যের টাকা আত্মসাৎ করে,চুরি ডাকাতি করে,অন্যের হক নষ্ট করে সম্পদ অর্জন করা ইসলামে কোনোভাবেই জায়েয নেই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।[সূরা আন-নিসা আয়াত:29]

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন। একজন মানুষ হালাল ব্যবসার মাধ্যমে নিজের আয়ের উৎস করতে পারে।আর সুদ এমন এক জঘন্যতম কারবার যা ইসলামে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[সূরা বাকারাহ আয়াত:275]

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[সূরা নিসা :161]

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۔

আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।[সূরা আর-রূম:39]

আল-বাকারাহ ২:২৭৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۔

কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।[সূরা বাকারাহ আয়াত:279]

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে সুদ গ্রহণের মাধ্যমে বাড়ে না বরং কমবে।চারদিকে সুদখোর মানুষদের দেখবেন অল্পদিনে সম্পদের পাহাড় গড়লেই পরবর্তীতে এই সম্পদ কিভাবে চলে যায় নিজেই টের পায় না।কেউ কেউ হয় তো মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সব টাকা পয়সা এভাবেই শেষ করে দেয়।নতুবা অন্য কোনভাবে সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়।

অন্য দিকে হালাল টাকায় সম্পদের মধ্যে অল্প হলেও কত বরকত আল্লাহ দিয়ে দেন।এছাড়াও কারো যদি সম্পদ বেশি থাকার কারণে যাকাত দেওয়া ফরয হয়ে যায়।সেই সম্পদ থেকে যদি দান,খয়রাত করে এতে সম্পদ কমে না বরং আরো বেড়ে যায়।এখানেই হালাল হারামের কত পার্থক্য।ইসলাম সবসময়ই ভালোটাকে প্রমোট করতে বলে আর খারাপটাকে ইগনর করতে বলে।

আর আমরা মানুষ সকল ইসলামের ঠিক উল্টো দিকে চলি।ভাবি ইসলাম সব ধর্ম কর্ম মানা ।ইসলাম শুধু কঠিনের দিকে নিয়ে যায় আমাদের চাহিদার বাহিরে।ইসলাম মানলে এগুতে পারব না।
কেউ ইসলাম মানার কারণে পিছিয়ে যায় নি বরং উঁচু স্থানে পৌছিছে ইতিহাস সাক্ষ্যি।ইসলাম আছে বলেই পৃথিবী আছে।ইসলাম যেদিন থাকবে না সেদিন পৃথিবীও থাকবে না,থাকবে না মানুষ শুধু থাকবেন এই রাজত্ব যিনি পরিচালনা করেন তিনি।

তিনি এমন এক সত্তা যিনি ছিলেন, আছেন,থাকবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।তিনি ইসলামকে সত্য ধর্ম নবীজি সাঃ কে সত্য নবী হিসেবে এ ধরায় পাঠিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য।আমরা মানি আর নাই মানি আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা যা পাঠিয়েছেন সব সত্য মিথ্যা বলার অবকাশ নেই।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা ইসলামকে মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেখানে ত্রুটি বলতে কিছু নেই।কেউ যদি বলে ইসলামে ত্রুটি রয়েছে তাহলে সেটা ইসলামে নয় মানুষের ত্রুটির কারণে হয় তো ভুল লাগতে পারে তাই বলে ইসলামকে তো দোষারোপ করা যাবে না।
কেউর বাবা যদি চুরি করে থাকে তাহলে সেটার দায়ে তো তার সন্তানদের চুর বলা যাবে না বা তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না কারণ চুরিটা সে করে নি তার বাবা করেছে।এটা শুধু তার বাবাই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

তেমনিভাবে ইসলামকে কেউ হেয় করতে পারবে না যে ওমুক খারাপ কাজ মুসলমানরা করছে ইসলামে কি এটা শিক্ষা দেয় ইসলাম খারাপ।এটা বলা যাবে না কারণ কেউ যদি একান্তভাবে খারাপ কাজ করে থাকে এটার দায়ভার তার নিজের। সে নিজ মস্তিষ্কে খারাপ কাজ করে থাকে ইসলাম করতে বলে নি।

ইসলাম শুধু কল্যাণের দিকেই উপদেশ দেয়,খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে।শুধুমাত্র হিংসার কারণেই ব্যক্তিত্বের জন্য ইসলামের দিকে চোখ তুললে হবে না।ইসলাম ছোট হয়ে যাবে না।

ইসলাম সব ধর্ম বর্ণের সব মানুষদের জন্য গাইডলাইন।তুমি মানো না এটা তোমার দোষ।তোমার দোষের ভার ইসলাম নেবে কেন!ইসলাম কোন সস্তা জিনিস না যে উড়ে এসে জোরে বসছে।এটা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া মনোনীত ও এক মাত্র সত্য ধর্ম।

ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা

মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব।আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।মানুষের মধ্যে যে আকেল, বিবেক আছে অন্য প্রাণীদের মধ্যে তা নেই এজন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়।আল্লাহ মানুষদের এত সম্মান দিয়েছেন যা অন্য প্রাণীদের দেন নি।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা একমাত্র মানুষের মধ্যেই জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হেরা গুহায় মগ্ন থাকতেন একদিন হঠাৎই তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয় তিনি বুঝতে পারেন না কি হচ্ছে তখনই তাঁর উপর নাজিল হয় সূরা আলাকের "পড়" শব্দ দিয়ে।যেখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা শুরুতেই বলেছেন "ইকরা"পড় তোমার রবের নামে।

আল-'আলাক:১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

আল-'আলাক :২

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।

আল-আলাক :3

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

পড়, আর তোমার রব মহামহিম।

আল-'আলাক :৪

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

আল-‘আলাক :৫

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ ۝

তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

আল্লাহ হচ্ছেন সর্বপ্রথম শিক্ষক যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে।তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যা জানত না ।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সহিহ বুখারীতে বর্ণনা আছে- উম্মুল মু’মিনীন ’আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো।

অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি ’হেরা’র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ’ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন।
অতঃপর খাদীজাহ (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে ’হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, ’পাঠ করুন’। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ [’’আমি বললাম, ’আমি পড়তে জানি না।]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ [অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, ’পাঠ করুন’। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না।’ সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললোঃ ’পাঠ করুন’। আমি উত্তর দিলাম, ’আমি তো পড়তে জানি না।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ’’পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু''- (সূরাহ্ 'আলাক্ব ৯৬/১-৩)।

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজাহ বিন্ত খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো।

তখন তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজাহ (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনু 'আবদুল আসাদ ইবনু 'আবদুল 'উযযাহ'র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল হতে ভাষান্তর করতেন।

তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন।

তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'] তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে।

(৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭, ৬৯৮২; মুসলিম ১/৭৩ হাঃ ১৬০, আহমাদ ২৬০১৮)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر ٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, ‘মজলিসে স্থান করে দাও’, তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[সূরা আল মুজাদালাহ:11]

যারা ইলম অর্জন করে তাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা মর্যাদার সমুন্নত করেন এই আয়াত পড়লেই বুঝা যায়।আর আল্লাহ যাকে মর্যাদার উঁচু আসনে বসান তাকে নিচে নামানোর সাধ্য আছে কার এ জমিনে।

শিক্ষাকে আমরা মৌলিকভাবে 2 প্রকার পাই-
1/ জাগতিক শিক্ষা
2/দ্বীনি শিক্ষা

জাগতিক শিক্ষা:

জাগতিক শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি দুনিয়াবি অর্জনের জন্য যে শিক্ষা তাই।এই শিক্ষার পেছনে রয়েছে দুনিয়ার প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে তুলা,সার্টিফিকেট অর্জন করে নিজ লক্ষ্যে পৌছা।এতে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করে নিজের জীবিকা অর্জন করা।

বাড়ি,গাড়ি,সম্মান,স্ট্যাটাস নিয়ে আত্মতুষ্টি থাকা।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা দুনিয়াকে দারুল আসবাব (উপকরণের জগত) বানিয়েছেন।এই দুনিয়াতে মানুষের প্রয়োজনের শেষ নেই।বেঁচে থাকতে হলে মানুষের খাবারের প্রয়োজন।আর এই খাবার খরিদ করতে টাকার প্রয়োজন, টাকা ইনকাম করতে চাকরির প্রয়োজন ,চাকরি পেতে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আর সার্টিফিকেট অর্জন করতে শিক্ষার প্রয়োজন।কতটা ধাপ ফেরিয়ে এই শিক্ষার প্রয়োজন।

বর্তমানে শিক্ষা ছাড়া মানুষ অচল।শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
যে জাতির মধ্যে শিক্ষা নেই সে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত।সেটা হোক দুনিয়াবী বা জাগতিক সব জায়গাতেই অন্ধকার।একজন শিক্ষিত মানুষের গুন আর অশিক্ষিত মানুষের গুন আকাশপাতাল পার্থক্য। তবে শিক্ষাটা হতে হবে সুশিক্ষা।একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।
নেপোলিয়ান বলেছিলেন,"তুমি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দিব।"

জাগতিক জ্ঞান অর্জনের হুকুম

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী রাহ.বলেন, অনুমোদিত জাগতিক জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত : ১. যা চর্চা করা অপরিহার্য ২. যা চর্চা করা উত্তম।

প্রথমটি হচ্ছে ওই সব জ্ঞান যা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা। কেননা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তদ্রূপ গণিত। কেননা, লেনদেন, মিরাছ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে তা প্রয়োজন। গোটা জনপদে যদি এই জ্ঞানের পারদর্শী কেউ না থাকে তাহলে সকলেই কষ্টে পতিত হবে। একইভাবে কৃষি, বয়ন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির মৌলিক পর্যায়ের জ্ঞানও অপরিহার্য।-ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন ১/২৯-৩০

পক্ষান্তরে যা মানুষকে কুফর ও ইলহাদের দিকে টেনে নিয়ে যায় তা চর্চা করা হারাম। যেমন ইসলামবিরোধী প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, কুফরী সাহিত্য ইত্যাদি। তদ্রূপ অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় চর্চা করাও নিষেধ।

মোটকথা, পার্থিব জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও কাম্য। তাই জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মৌলিকভাবে অনৈসলামিক মনে করার অবকাশ নেই। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে শিক্ষার উপাদান ও পরিবেশে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। যা একটি মুসলিম দেশের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই সব দর্শন ও অনৈসলামিক পরিবেশের কোনো প্রয়োজন নেই।[1]

[1] সূত্র: মাসিক আল-কাউছার

দ্বীনি শিক্ষা:

দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণের জন্য যেমন জাগতিক শিক্ষা প্রয়োজন ঠিক তেমনি আখিরাতের পথে সঠিকভাবে চলার জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন ও অপরিসীম।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর এই ইবাদত কিভাবে করব, কিভাবে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন লাভ করা যায় তা জানতে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজন।আর এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রিয় নবী (সাঃ) মাধ্যমে আমাদের শিখিয়ে গেছেন কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়,জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়,হালাল-হারাম সর্ম্পকে ধারণা।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।[সূরা তাওবাহ আয়াত:122]

মূলত দ্বীনি শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।এ শিক্ষা ছাড়া সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলা দুষ্কর।কেউ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্বীনি ইলম না থাকে তাহলে শরিয়তের বিধি বিধান সর্ম্পকে অজ্ঞ থাকবে।

এখন কারো নেসাব পরিমাণ সম্পদ আছে তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয।কতটুকু ফরয হয়ে,কিভাবে দিতে হবে,কাদেরকে দিতে হবে সেটা যদি না জানো তাহলে কিভাবে যাকাত দিবে!তখন যাকাত না দিলে তো গুনাহ হবে আল্লাহকে জবাবদিহিতা করতে হবে।

কিভাবে দিতে হয় আমি জানি না তাই দেওয়া হয় নি এটা বলে হাশরের মাঠে পার পাবে না।কারণ আল্লাহ দ্বীনি ইলম অর্জন করা সবার উপর ফরয করে দিয়েছেন।দ্বীনি ইলম অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যা ফরয করা হয়েছে।জ্ঞান অর্জন করা এতই গুরুত্ব যে আল্লাহ এটাকে নফল/মুস্তাহাব,মুবাহ,সুন্নাহ,ওয়াজিব করে দেন নি ডাইরেক্ট ফরয করে দিয়েছেন। এতেই

বুঝা যায় যে দ্বীনি ইলম অর্জন করা কতটা গুরুত্ব রাখে জীবনে।কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

عن أنس بن مالك (رض) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " طلب العلم فريضة على كل مسلم "

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'প্রতিটি মুসলিম পুরুষের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ।'

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ । ইবনে মাযাহ, হাদীস নং- ২২৪।

দুনিয়ার সবকিছু জানার চেষ্টা করো আর দ্বীনি ইলম শিখতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো!

এছাড়াও কারো উপর হজ্জ্ব করা ফরয এখন সে যদি হজ্জ্বের আহকাম না জানে,কিভাবে ইহরাম বাঁধতে হয়,তাওয়াফ করা আরো হজ্জ্বের প্রয়োজনীয় ফরযটুকু যদি নাই জানে,কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব।যার উপর কুরবানি ওয়াজিব সে যদি আদায় না করে তাহলে তো গুনাহগার হবে।ওয়াজিব হলো ফরযের কাছাকাছি যা আদায় না করলে ব্যক্তিকে গুনাহগার হতে হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে।সালাতে ধরা খেলে সব জায়গাতেই ধরা খাবে।সালাত যদি ঠিক না হয় সবকিছুই বরবাদ।সালাতে ফরয কয়টা ওয়াজিব কয়টা,ওয়াজিব ছুটে গেলে কি করতে হয়,সাহু সেজদা কখন দিতে হয় এছাড়াও সালাতের আগে অযু করতে হয়।অযুর ফরয কয়টি অনেকেই জানেও না।অযু সঠিকভাবে না করলে সালাতই হবে না।

নামধারী মুসলিম গোসলের ফরয যে আছে সেটাই জানে না দ্বীনি ইলম না থাকার কারণে।কারো উপর যদি গোসল ফরয হয় তাহলে তাকে নামাজের অযুর মত অযু করে ফরযটুকু আদায় করে গোসল করতে হবে।তা না হলে কোনো ইবাদতই কবুল হবে না।

দ্বীনি শিক্ষা যদি অর্জন না করো তাহলে কিভাবে এসব মাসালা শিখবে।ইসলামে যেখানে প্রথম শব্দ ইকরা দিয়ে শুরু হয়েছে।সেটাই যদি না শিখো তাহলে পরবর্তীতে কি হবে আল্লাহ মালুম।আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে ইলম দান করে থাকেন।

হুমায়দ ইবনু ‘আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মু‘আবিয়াহ (রাযি.)-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের ‘ইল্ম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহ্ই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর কায়িম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৩১১৬, ৩৬৪১,৭৩১২, ৭৪৬০; মুসলিম ১২/৩৩ হাঃ ১০৩৭, আহমাদ ১৬৮৪৯, ১৬৮৭৮, ১৬৯১০)

দ্বীনি শিক্ষা যে শুধু দুনিয়াতেই কাজে আসবে এমন না এটা আখিরাতের জন্যও পুঁজি আছে।দুনিয়াবি শিক্ষা তো শুধু দুনিয়াতেই কাজে আসে মরার পর এটার কোন কাজে আসে না।দুনিয়াতেই মানুষ এই শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে।দুনিয়াতেই সে নাম,ধাম,যশ খ্যাতি অর্জন করে এটা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর এই সব কিছু বিলীন হয়ে যায় কিছুই সঙ্গে যায় না।আর দ্বীনি শিক্ষা মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যায় না।এর ধারা বহমান থাকে নিজে যা শিখে অন্যকে শিখায় এতে সাদকায়ে জারিয়ার বহমান থাকে।

عن ابى هريرة (رض) قا ل : قا ل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : " اذا ما ت الا نسا ن انقطع عنه عمله الا من ثلا ثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له " _

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল এমন যার সাওয়াব
বন্ধ হয় না।

- সাদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ- প্রবাহমান সাদকা।
- ইলম:যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয়।
- নেক সন্তান:যে তার জন্য দুআ করে। সহীহ মুসলিম:1631।

عن قيس بن كثير قال : قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي ؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أماجئت لحاجة ؟ قال لا قال أما قدمت لتجارة ؟ قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث ؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر –

)رواه احمد، رقم الحديث: 21207- والترمذى- 2682- وابن ماجه- 223- كل مطبع مصر(

তাবেয়ী কাছির ইবনু ক্বায়েছ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন: আমি দামেশকের মসজিদে বিশিষ্ট সাহাবী আবুদ্দারদাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বল্লেন: হে আবুদ্দারদাহ! আমি সুদূর মদিনাতুর রাসূল থেকে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীস শুনার জন্য এসেছি। আপনি নাকি উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে থাকেন। তখন আবুদ্দারদাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বল্লেন: হ্যা, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি: তিনি বলেন; যে ব্যক্তি ইলম আন্বেষণ করার লক্ষ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাকে জন্নাতের পথ সমূহের মধ্য থেকে একটি পথে পৌছিয়ে দেন এবং ফেরেস্তাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন।

এতদ্ব্যতীত যারা আলেম, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছেন , তারা সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দোওয়া করতে থাকেন। এমনকি পানির মধ্যে অবস্থিত মাছসমূহ তাদের জন্য দোওয়া করে থাকেন। আলেমের ফজিলাত সাধারণ আবেদের (ইবাদতকারী) উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকারাজির উপর। আর আলিমগণ হচ্ছেন নাবীদের ওয়ারিশ। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা ও ধনসম্পদ) রেখে যান না। তারা মিরাছ হিসেবে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করলো সে সৌভাগ্যের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো। আহমদ, হাদীস নং ২১২০৭, তিরমিজি, ২৬৮২, ইবনু মাজাহ, ২২৩।

عن ابى اما مة البا هلى (رض) قال : قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذكر لرسول الله (ً ص) رجلان، احدهما عابد والا خر عا لم ، فقا ل رسول الله (ًص) " ان الله وملائكته واهل السما وا ت والارض حتى النملة فى حجرها حتى الحوت ،ليصلون على معلم الناس الخير_"

'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচিত হলো। তাদের একজন আবেদ (সাধারণ ইবাদতকারী) আর অপরজন আলেম, (কার ফজিলাত বেশি?) । রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অত:পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তায়ালা ও তার ফেরেশতাগণ এবং আসমান –যমিনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা বলে তথা ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তার জন্য দুআ করে।' তিরমিজি শরিফ।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্ট যে দ্বীনি ইলম অর্জন ইসলামে কতটা গুরুত্ব রাখে।দ্বীনি ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নিয়ে আসে।এতে দু জায়গাই সফলকাম।আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন।জাহান্নাম থেকে বাঁচতে সহায়তা করে এ শিক্ষা।এতে মানুষ সচেতন হয় কিভাবে হালাল হারাম থেকে বাঁচা যায়।আর এতে জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়।

মানুষের মূল উদ্দেশ্যেই থাকে,আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা।জান্নাত ছাড়া মানুষের মুক্তির উপায় নেই।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা মানুষ আর পাথর দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।এই জাহান্নাম যে কত ভয়ানক তা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায়।এক সেকেন্ডের জন্যও আগুনের সেই লীলাহীন শিখা সহ্য করার মত নয়।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষদের সতর্ক করার জন্য।সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে পাঠিয়েছেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[1]

মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দানের জন্য তাদের ইহলৌকিক সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ,কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন।[2]

সুত্র:[1] সূরা সাবা আয়াত:28
[2] রাহে বেলায়াত,পৃষ্ঠা 256,257

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা নবীজী [সাঃ] কে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য।তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য সেরা শিক্ষক।তাঁর শিক্ষার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মানুষ যখন পাপে লিপ্ত থাকে তখন তার জ্ঞান বুদ্ধি লূপ পায়।সে নিজেকে শয়তানের পথ জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়।আল্লাহ মানুষদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করেন। তিনি (সাঃ) মানুষদের সতর্ক করেন বিভিন্নভাবে।জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আহ্বান করেন।

তিনি বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন কিভাবে পরকালের সেই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।আর যারা সতর্ক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন আল্লাহর সেই সৃজিত জান্নাতের যেখানে অনন্ত অসীম থাকবে।যেখানে মৃত্যুর কোনো ভয় থাকবে না,না থাকবে কোনো দুঃখ কষ্ট।

সেখানে তারা অনন্ত অসীম আরামে থাকবে মন যা চাইবে তাই পাবে।আর যারা আল্লাহ ও রাসূল যা নিয়ে এসেছেন বিশ্বাস স্থাপন করে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহপ্রবাহিত হয়।নবীজি সাঃ এভাবেই মানবজাতির মুক্তির পথ বাতলে দেন।
এছাড়াও বিভিন্ন সিরাহ অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই নবীজি (সাঃ) মানবজাতির জন্য উত্তম নমুনা তার মধ্যে ফিকহুস সিরাতে পৃষ্ঠা নং 27 এ উল্লেখ আছে–

যে বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের পূর্ণতা দেয়,তন্মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো— রাসূলের পবিত্র জীবন মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক-জীবনের যাবতীয়

বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।চাই সে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হোক কিংবা সমাজের কার্যকর কোনো অংশ হোক।

রাসূলের জীবন নিজ কর্মধারায় অবিচল যুবকের জন্য উন্নত নমুনা; যে নিজ জাতি ও জ্ঞাতিগোষ্ঠির প্রতি আমানতদার এবং বিশ্বস্ত। তেমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্যও রয়েছে উত্তম নমুনা—যিনি নিজের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেহনত করেন।একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধানের আদর্শ সামনে আসে— যিনি নিজ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সকল কাজ আনঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

সামনে আসে একজন আদর্শবান স্বামীর নমুনা— যিনি নিজের পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করেন।সামনে আসে একজন আদর্শ পিতার নমুনা— যিনি নিজ স্ত্রী সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াল ,তিনি তাদের হক যথাযথ আদায় করেন। একজন দক্ষ সেনাপতি ও সত্যবাদী অশিক্ষিত রাজনীতিকের নমুনা সামনে আসে।এমন একজন মুসলিমের নমুনা সামনে আসে— যিনি ন্যায়সঙ্গত এবং যথার্থভাবেই একদিকে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত থাকেন অপরদিকে নিজ পরিবার পরিজনের সাথে মনোরম সুন্দর জীবন যাপন করেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সিরাতে রাসূলের উদ্দেশ্যে হচ্ছে — কেবল মানবীয় এ সকল বিষয়কে উত্তম আকৃতিতে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

সত্য ধর্ম কোনটি?:

অনেকের কাছেই প্রশ্ন হতে পারে সবাই সবার ধর্মকে প্রাধান্য দেয় সত্য ধর্ম হিসেবে।তাহলে আসলেই সত্য ধর্ম কোনটি!এর উত্তর খুঁজতে হলে বিভিন্ন ধর্ম রিসার্চ করলে দেখতে পারবে সব ধর্মেই ভুল ভ্রান্তি আছে একমাত্র ইসলাম ছাড়া।ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে ভুলের ধরার কারো সাধ্য নেই।
স্রষ্টা হলো এমন এক সত্তা যিনি অদ্বিতীয়,যার কোন অংশীদার নেই, সর্বশক্তিমান,সবচে প্রজ্ঞামান,নিখুঁত সত্তা,অমুখাপেক্ষী।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার মধ্যেই এ গুনাবলীর বিদ্যমান যা অন্য কোন সত্তার মধ্যে নেই।তাঁর মধ্যে কোন ভুল খুঁজে পাবে না তিনি নিখুঁত।

আর তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি ইসলামকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন।অন্য কোনো ধর্মে এভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য পয়দা হয় নি।ইহুদীদের ধর্ম তাওরাতে দিকে ফোকাস দেন সেখানে দেখবে এটি শুধু বণী ইসরাইলদের জন্য প্রেরিত হয়েছে।খ্রিস্টানদের দিকে ফোকাস দেন দেখবে তাদের কিতাব ইঞ্জিলে শুধু বণী ইসরাইলদের জন্য প্রেরিত।

ঈসা সেই বারজনকে এ সমস্ত আদেশ দিয়া পাঠাইলেন, “তোমরা অ-ইহুদীদের নিকট বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যাইও না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারান মেষদের নিকটে যাইও। {ইঞ্জিল শরীফ, মথি-১০:৫-৭]

আরেকস্থানে এসেছে–
আমাকে কেবল ইস্রায়েল বংশের হারান মেষদের নিকটেই পাঠান হইয়াছে।” [ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৫: ২২-২৪]

তাছাড়া হিন্দু,বৌদ্ধ ধর্মে কোথাও খুঁজে পাবেন না যে তাদের ধর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত। একমাত্র ইসলামই মানব জাতির জন্য রচিত এটি কোনো গোত্র বা গোষ্ঠীর জন্য আসে নি যে স্বজাতীর মধ্যেই লিপিবদ্ধ থাকবে।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি শুধু তাঁর গোত্রের জন্য আসেন নি ।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।[সূরা আম্বিয়া আয়াত:107]

আল্লাহর কিতাব আল কোরআনের দিকে নজর দেন।পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন ছাড়া এমন কোন কিতাব নেই যেখানে যে ভাষায় নাজিল করা হয় সে ভাষাই হুবহু বিদ্যমান।পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান না কেন পবিত্র বাণী আল- কুরআন একই ভঙ্গিমায়,একই ভাষায় অবিকল খুঁজে পাবেন যেভাবে 14শ বছর আগে নাজিল করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই।প্রত্যেকটা অক্ষর অক্ষত পাবেন। একটা অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি।যে প্রকাশনীতেই চাপা হোক না কেন কোন পরিবর্তন, সংযোজন নেই।

অথচ হিন্দু,বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদীদের কিতাব দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম।পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনীতে বিভিন্ন সিস্টেমে প্রকাশিত,পরিবর্তন, সংযোজন।এটা কোন সত্তার কাছ থেকে পাওয়া কিতাব হতে পারে না যেখানে মানুষেরা রদবদল করে থাকে।মানুষ যেমন বিভিন্ন বইপুস্তক লিখে থাকে তাদের লেখায় পরিবর্তন, সংযোজন করার অপশন থাকে সেইম তাদের ধর্মের এই কিতাবাদিও দেখবেন পরিবর্তন, সংযোজন লেখাও থাকে।এগুলো আসলে মানবরচিত ধর্ম তাই সংযোজনের প্রয়োজন পড়ে।কারণ কোনো সত্তা যদি এটা নাজিল করে থাকেন তাহলে এই কিতাব সংযোজন করতে হবে কেন!এটা তো নির্ভুল হওয়ার কথা।এটা লজিকেল বিষয়।বর্তমানে মানুষ যুক্তি দিয়ে সবকিছু দেখে।একটু চিন্তা করে দেখুন কোনটা ট্রু আর কোনটা ফলস।

এছাড়াও কোনো ধর্মের কোনো মানুষের কাছে তাদের কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্থ পাবে না আল্লাহর বাণী আল-কুরআন অসংখ্য অগণিত মানুষ অবলীলায় মুখস্থ করে নেয়।সারা বিশ্বে লক্ষ্য লক্ষ্য ,কোটি কোটি কুরআনের হাফেজ পাবেন কিন্তু একটা বাইবেলের হাফেজ পাবেন না,একটাও বাইবেল,ত্রিপিটক, বেদ,গীতার হাফেজ পাবেন না,বিভিন্ন ধর্মের কিতাবের হাফেজ একটাও পাবেন না।অথচ কুরআনে 114টি সূরা, 611 পৃষ্ঠা, 30 পারার সম্পূর্ণ একটা কিতাব সিনার মধ্যে লালন করে অসংখ্য, অগণিত কুরআনের হাফেজ,এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও অবলীলায় মুখস্থ করে নেয়।এটা কি সাধারণ কোন বিষয়!যা চিন্তাশীলদের চিন্তার খোরাক নিয়ে আসে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কুরআনের হাফিজকে একত্রিত করে একটি সূরা প্রত্যেককে বলতে বলুন দেখবেন সবাই হুবহু একই শব্দচয়নে বলতে থাকবে। একটা শব্দেরই অমিল পাবেন না।
পৃথিবীর যেকোনো বিষয়ে বারবার শুনলে বিরক্ত লাগে অথচ কুরআনের একটি সূরাও যদি বারবার শুনো কোনো বিরক্তিভাব তো দূরের কথা মনে হবে এই প্রথম শুনছি।এটি কুরআনের মুজেযা যা আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এই পৃথিবীর সব মানুষের জন্য নাজিল করেছেন।

পৃথিবীর কোন কিতাব পাবেন না যেখানে সব মানুষের জন্য নাজিল করা হয়েছে একমাত্র আল-কুরআন ছাড়া।তাই এই কুরআন সত্য, কুরআনের বাণী সত্য, কুরআন যার উপর নাজিল হয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য,ইসলাম সত্য। এত যুক্তি থাকার পরও যদি ইসলাম ধর্মকৈ সত্য বলে স্বীকৃত না দেই তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার কিছু যায় আসে না।

কুরআনের একটা ভুল সারা বিশ্বের মানুষ মিলেও বের করতে পারবে না।কুরআন যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের একটা সূরা ফাতেহার মত একটা সূরা আবিষ্কার কর!পারবে না।বিশ্বের সব জ্ঞানী মানুষ মিলেও একটা আয়াতও সৃষ্টি করতে পারবে না।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[সূরা বাকারাহ আয়াত:23]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ

নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[সূরা বনি ইসরাইল আয়াত:9]

ইসলামে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনধারা দেখলে আমরা অবলোকন করি তাঁর পুরো সীরাহজোরেই মানুষের জীবনের সব দিকনির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তৃত।পৃথিবীর অন্য

কোনে ধর্মে তাদের অবতার এভাবে নবীজি (সাঃ) এর মত কিভাবে জীবনাচরণ করতেন,কিভাবে একজন স্বামীর ভূমিকা পালন করতেন, কিভাবে সংসারে সবার সাথে সময় কাটাতেন,কিভাবে একজন বাবার ভূমিকা পালন করতেন, কিভাবে আত্মীয়তা সর্ম্পক বজায় রাখতেন,কিভাবে সব ধর্ম বর্ণের মানুষের সাথে আচরণ করতেন।

তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী।কাফির,মুশরিকরা নবীজি (সাঃ) উত্তম চরিত্রের প্রশংসা করতো।তিনি ছিলেন সত্যবাদী।নবুয়তের আগেও তাঁকে কাফির,মুশরিক সবাই সত্যবাদী বলে জানতো তাই তাঁকে সবাই আল-আমিন বলে ডাকতো।সারা জিন্দেগিতে একটা মিথ্যা বাক্য কখনও ভুলেও উচ্চারিত হয় নি।সুবহানআল্লাহ।

এছাড়াও তিনি কিভাবে ইবাদত করতেন,কিভাবে ব্যবসা করতেন, কিভাবে বিচার করতেন,কিভাবে রাষ্ট্রের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন,এমনকি যুদ্ধ কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তাও দিকনির্দেশনা দিতেন।
তিনি এইসব নিজে করে সকল মানুষদের শিক্ষা দিয়েছেন। অন্য কোনো ধর্মের অবতার এভাবে সবকিছুর দিকনির্দেশনা দেয় নি হিস্ট্রি চেক করলে বুঝতে পারবে কে সত্য কে মিথ্যা।

সর্বোপরি ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে একটা মানুষ কিভাবে পুরোজীবন পরিচালনা করবে তার সব দিক এই ধর্মে আছে।অন্য ধর্মে শুধুমাত্র কিছু আচার,অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিন্দু,বৌদ্ধ, খ্রিস্টান,ইহুদীদের কিতাব রিসার্চ করে দেখুন কিছু নীতিবাক্য আর কিছু অনুষ্ঠানি ছাড়া কিছুই পাবে না ।ইসলামের মতো এতো ডিপলি কিছু পাবে না।

ইসলামের সৌন্দর্যের মোহে পড়ে অনেক বড় বড় নামি দামি মানুষও এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায় একটু নজর দিন দেখবেন অনেক বৈজ্ঞানিকরাও কুরআনের ভুল ধরতে গিয়ে, ইসলামের ভুল ধরতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।ইতিহাসের এমন কোনো পৃষ্ঠা,এমন কোনো অধ্যায় নেই যেখানে কেউ তার ভুল ধরতে পারছে।অতীতেও পারে নি বর্তমানেও পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারবে না।কারণ এটা মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্য ধর্ম।

এতে কোনো ভুল থাকতে পারে না।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা যা ইচ্ছা তাই করবেন কারো কোনো সাধ্য নাই কিছু করার। কেউ মিথ্যা বললেও সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে না।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা যা বলেন তা সব সত্য।আর কুরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা নবীজির মাধ্যমে যা নাজিল করেছেন তা ও সত্য।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার ইচ্ছে হয়েছে এই পৃথিবী সৃষ্টি করার তাই করেছেন,আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার ইচ্ছে হয়েছিল মানুষ সৃষ্টি করার করেছেন।কেউ সেটা বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার কিছু যায় আসে না।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা বলেছেন ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে মনোনীত ও সত্য ধর্ম। আর কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না ।আল্লাহর কথার কোনো হের ফের হবে না।এটা কস্মিনকালেও কেউ বদলাতে পারবে না।

সত্য ধর্ম ইসলাম:

মুসলমান,হি*ন্দু,বৌ*দ্ধ, খ্রি*স্টান, ইহুদি নিয়ে আমাদের সমাজ।আমরা সবাই মাটির তৈরি মানুষ।আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এক তার কোনো অংশীদার নেই।যদি এক মালিক না থেকে ভিন্ন ভিন্ন মালিক হতো তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।বলবেন কিভাবে তা সম্ভব তাহলে একটু মাইন্ড ফ্রেশ করে থিংকিং করুন যে এক আকাশের ছাদের নিচে আমাদের সব ধর্মের মানুষের বসবাস।একটা আকাশ অথচ মালিক অনেক এটা কি সম্ভব?

ধরুন আপনার বাড়ির বিল্ডিং আপনি মালিক তার সাথে অংশীদার আরো কয়েকজন আছেন যেমন আপনার ভাই 2 বা 3 জন তাহলে আপনার বিল্ডিং এর জন্য এখন রং করা দরকার এখন আপনি একা একটা কালার দিয়ে রং করলে হবে?কোন রকম বিশৃঙ্খলা হবে না আশা করছেন।সবার মাইন্ড কি এক যে ঝামেলা হবে না।আজ একটা কাজ করলেন অন্য দিন অন্য কাজ করলেন ভাইদের পরামর্শ ছাড়া।একদিন কিছু বলে নি অন্য দিন বলবে না এটা কি সম্ভব!

তাহলে আপনি একাই বিল্ডিং এর মালিক হলে সমস্যা কি?এতে আপনি নিজ খুশিমত ঘরকে সাজাতে পারতেন কারো পারমিশন ছাড়াই এটা কি ভালো হতো না।আর যদি ভাইদের নিয়ে বিল্ডিং এর মালিক হতেই চান আর সব বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেন তাহলে সবার মত কি এক হবে?সবার কি এক রং পছন্দ হবে?কয়টা কাজে আপনি তাদের একমত পাবেন ভাবুন তো,,,।

অথচ এই বিশাল পৃথিবী,বিশাল আকাশ যদি এক মালিক না হোন তাহলে তো তাদেরই মতপার্থক্য আসবে এটাই স্বাভাবিক।চিন্তা করুন নিজেকে ভাবার বর্তমানে এই প্রজন্মের সৃজনশীলতা বেশি।সৃজনশীল কাজে লাগান সৃষ্টিকর্তা কি?আমরা সব ধর্মের মানুষ জানি সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই সৃষ্টিকর্তা অথচ আমরা তো নিজেরাই সৃষ্টিকর্তাকে বানাতে পারি অবশ্য বানাই সেটাকে আবার আমরা পূজা করি তার কাছে চাই। তাহলে সৃষ্টিকর্তার আর সৃষ্টির (মানুষের)মধ্যে পার্থক্য কি ?

চিন্তা করুন নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করি।মানুষ মাটির তৈরি বিজ্ঞানও তাই বলে।আবার মূর্তি ও মাটির তৈরি।বিজ্ঞান বলে মাটির মাঝে যে উপাদানগুলো আছে মানুষের

মাঝেও সেইম উপাদান আছে।তাহলে তুমি নিজেও মাটির তৈরি আবার তোমার সৃষ্টিকর্তাও মাটির তৈরি তাও মানুষের হাতে গড়া নির্জীব মূর্তি।

সৃষ্টি আর স্রষ্টা কি একই উপাদানে গড়া হতে পারে?এটা চিন্তাশালদের জন্য চিন্তা করার কথা।মানুষ শিক্ষিত হয়েও এত বোকা হতে পারে।আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন সেই বুদ্ধিমত্তা কি আমাদের কোন কাজে এসেছে।তাহলে মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কি রইল!বাপ দাদারা যা করছে আমাকেও সেটা করতে হবে।তারা জাহান্নামে পুড়লে আমাকেও পুড়তে হবে নাকি!তারা যে কত বড় সত্যের উপরে আছে সেটা এই বিষয়গুলো থিংকিং করলেই বুঝা যায়।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।(সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-২২)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র!
(সুরা আল- মুমিনুন, আয়াত- ৯১

এই আয়াতগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করুন দেখবেন সত্য মিথ্যা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে আসবে।মানুষেরা সন্তান জন্ম দেয় কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা তা থেকে পবিত্র।আল্লাহর দেওয়া মনোনীত ও সত্য ধর্ম হচ্ছে একমাত্র ইসলাম বাকি যে ধর্মগুলো এসেছে সেগুলো মানবরচিত ধর্ম।আল্লাহ শুধু মুসলমানদের মালিক নয় সব মানুষের,মুহাম্মাদ সাঃ শুধু মুসলমানদের নবী নয় সব মানুষের নবী,কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হয় নি সব মানুষের হেদায়েতের জন্য সৃষ্টি।এইসব কিছু সত্য,,,।সত্যকে জানার চেষ্টা করুন নিজ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চোখ কান খোলা রাখুন সব ক্লিয়ার হয়ে আসবে। কেউ আপনাকে জোর করবে না ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আপনি নিজ ইচ্ছা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রিসার্চ করুন সত্যটা বেড়িয়ে আসবে।

বলুন তিনি আল্লাহ,এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সুরা ইখলাস)

ۨالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

যার অধিকারে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা; আর তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন।[সূরা ফুরকান আয়াত:2]

সৃষ্টিকর্তা তো এমনই যে তিনি কারো মুখাপেক্ষী হবেন না তাঁর মুখাপেক্ষী অন্যরা হবে।তাঁর সমতুল্য (মত)কেউ হবে না,মানুষের মত কাউকে জন্ম দিবে না।মানুষ ও জন্ম দিবে,সৃষ্টিকর্তাও জন্ম দিবে তাহলে মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্য কি?অথচ তোমরা যার পূজা কর সে অন্যের উপর নির্ভরশীল।তাকে মানুষ নিজ হাতে তৈরি করে পূজা করে এটা কি রকম সৃষ্টিকর্তা যার ক্ষমতা নাই নিজ সৃষ্টি হওয়ার সে কি করে মানুষ সৃষ্টি করবে।কুরআনের আয়াত দেখুন ,,,

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۘ

তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ ।তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ,তারা তোমাদের রিজিকের মালিক নয়,কাজেই আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ কর,তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আনকাবুত -17)

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا

আর তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে,যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালোও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেও তারা মালিক নয়।(সূরা ফুরকান-3)

এই আয়াত নিয়ে ভাবুন তো তারা নিজেরাই সৃষ্ট বলতে আমরা কি বুঝি মানে তাদেরকে অন্যরা সৃষ্টি করে মানুষেরা যে মাটি দিয়ে মূর্তি বানায় সেটাই।আর সেই মূর্তিকে যদি কেউ ভেঙ্গেও দেয় তাহলে কি সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে?যদি করতে পারে তাহলে প্রেকটিকেলি একটা মূর্তি ভেঙ্গে দেখুন তো নিজেকে রক্ষা করতে পারবে কি না।এতে কি দাঁড়ায় তারা নিজেদের ভালো মন্দ কিছুই করতে পারে না।যদি করতেই পারত তাহলে নিজেকে রক্ষা করতে পারত।

কুরআন এমনি এমনি আসে নি এটা সত্যকে নিয়ে এসেছে, কুরআন সত্য, কুরআনের বাণী সত্য, কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করুন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে শয়তান আমাদের কোন অধঃপতনে দিকে টেনে নিয়েছে।আমরা শিক্ষিত হয়েও কিভাবে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে।এত শিক্ষিত হয়েও কেন আমাদের জ্ঞানে এসব ধরে না।নাকি লোকচক্ষুর ভয়ে,সমাজের ভয়ে সত্যকে জেনেও মানছি না!আল্লাহ সহায় থাকলে কেউ কিছুই করতে পারবে না।সময় থাকতে এখনও ভাবুন নিজেকে পরিবর্তন করার।শয়তান নানাভাবে মানুষের অন্তরে কুমন্তনা দেয়।শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়েই মানুষ এই মূর্তি পূজা করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ۗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۗ

হে লোক সকল!একটা উপমা বর্ণনা করা হলো,অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন;তোমরা আল্লাহর পরির্বতে যাদের পূজা কর,তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়।আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না,প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন।(সূরা আল হাজ্জ-73)

এবার নতুন করে ভাবুন তো তোমরা যাদের পূজো কর তারা কি সত্যিই সৃষ্টিকর্তার যোগ্য। তারা তো নিজেরাই মানুষের সৃষ্টি তারা কি করে মাছি সৃষ্টি করবে? মানুষ তো দূরের কথা।তোমরা যারা মূর্তি পূঁজো করো সেটা পুতুল খেলার মতই খেলতামাশা ছাড়া কিছুই না।বলবেন কি করে! ছোট বাচ্চা দেখবেন খেলার জন্য মাটি দিয়ে পুতুল বানায়।সেটা দিয়ে খেলে তারা আনন্দ পায়।খেলতে খেলতে যখন এক সময় আনন্দ শেষ হয়ে যায় তখন পুতুলগুলো ভেঙ্গে দেয় না হলে ফেলে দেয়।যারা মূর্তি পূজা করে তারাও আনন্দ উৎসব শেষ হলে মূর্তিগুলোকে ফেলে দেয় ঠিক যেমন বাচ্চারা ফেলে দেয় দিস ইজ ক্লিয়ার।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা সাবস্ত করে নিয়েছে।আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে,তিনি ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না,এটাই সরল পথ কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।(সূরা ইউসুফ-40)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক,তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব তোমরা যাদেরকে ডাক,তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের ডাক কবুল করা উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?(সূরা আরাফ-194)

প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা আকেল,বিবেক দান করেছেন।সে তার আকেল দিয়ে বুঝতে পারবে কোনটা আসল,কোনটি নকল।অন্য প্রাণীর মধ্যে সেই বিবেক,জ্ঞান নাই।তাই তাদের জীবন অন্য রকম।সৃষ্টির সেরা হিসেবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

অন্য প্রাণীদের তাদের জীবনে কিভাবে চলবে এটার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে না।তাদের কাজ খাওয়া-দাওয়া,ঘুম,সন্তান জন্ম দেওয়া এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অথচ মানবজাতির জীবনের প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একজনের কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।তিনি তো মানুষকে এমনি এমনি সৃষ্টি করেন নি।এই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালার হিকমাহ আছে।তিনি মুলত শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা দয়া করে,মায়া করে এই আদম সন্তানদের সৃষ্টি করেছেন বড় মহব্বত করে তাঁর গোলামির জন্য।অথচ এই আদম সন্তান আল্লাহকে রেখে কতগুলো মিথ্যা উপাস্যের আরাধনা করে।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে খুব মহোব্বত করে।সেই ভালোবাসার মানুষ যদি অন্য পুরুষের সাথে প্রেমালাপ করে তাহলে ওই ব্যক্তির রাগ কত ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছবে!সে এটা

কোনোভাবেই সহ্য করবে না তার সাথে কেউ অংশীদার হোক।কোনো পুরুষ কখনোই চাইবে না তার স্ত্রী অন্য পরপুরুষের সাথে মিশুক।এটা তার ফিতরা।
কোনো ব্যক্তিই চাইবে না তার প্রিয় জিনিসের প্রতি কেউ অংশীদার হোক। এটা কোনোভাবেই মেনে নিবে না।অথচ আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। তাঁর সাথে আমরা অংশীদার সাবস্ত করি ।তাহলে তিনি কিভাবে এটা মেনে নিবেন।

[1] সূরা আরাফ আয়াত:194
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।[1]

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।[2]

এই পৃথিবীর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যেই হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি করা।এই বিশাল আকাশ কুটিহীন যেখানে একটা ঘর বানাতে মানুষের অনেক সরঞ্জাম লাগে,পালা ছাড়া একটা ঘরই বানানো অসম্ভব সেখানে আকাশ সৃষ্টি করতে একটি পালাও লাগে নি কত সুনিপন অনুপম সৃষ্টি এক মালিকের না হয়ে পারে না।তিনি এক আল্লাহ তাঁর দ্বারা সবই সম্ভব।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীতে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সবাইকে আলাদা আলাদা শরিয়তের উপর পাঠিয়েছেন কিন্তু ধর্ম ছিল একটি সেটি হলো ইসলাম।তাঁরা প্রত্যেকেই একই আকিদা পোষণ করে আসছেন।আকিদা হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস,আল্লাহর সবগুণাবলীর বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস।সবাই একই আকিদা লালন করতেন।এ ব্যাপার কারো মতানৈক্য ছিলো না।

সূত্র:[1] সূরা আল-বাকারাহ আয়াত:21
[2] সূরা আল-বাকারাহ আয়াত:22

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰي بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰي وَعِيْسٰٓي اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।[1]

আসমানি ধর্মসমূহ মূলত একাধিক না।একাধিক যা, তা হলো— শরিয়ত। এই সবগুলো শরিয়তে মাঝে সর্বশেষ শরিয়ত,যা শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। আর,আসমানি ধর্ম মূলত একটিই।
আদম আলাইহিস ওয়া সালাম থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীই সে ধর্মের (দ্বীন) প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। সকল নবীই মানুষের একই ধর্মের প্রতি ডেকেছেন।সে ধর্মের নাম ইসলাম।এ ধর্ম দিয়েই ইব্রাহিম আলাইহিস ওয়া সালাম,ইসমাইল আলাইহিস ওয়া সালাম,ইয়াকুব আলাইহিস ওয়া সালাম প্রেরিত হয়েছেন।[2]

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

আর যে নিজকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

[1] সুরা আশ-শূরা আয়াত: 13
[2] ফিকহুস সিরাহ,পৃষ্ঠা 68

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

যখন তার রব তাকে বললেন, ‘তুমি আত্মসমর্পণ কর’। সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম’।

وَوَصّٰي بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰي لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝
আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও (যে,) ‘হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না।[1]

ইসলাম ধর্ম দিয়েই নবী মুসা আলাইহিস সালাম,ঈসা আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাইলদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।কুরআনের আয়াত লক্ষ্য করলে দেখতে পাই—

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।’[2]

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَي اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, ‘কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে’? হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম’।[3]

[1] সূরা বাকারাহ, আয়াত:130-132
[2]সূরা আরাফ আয়াত:126
[3] সূরা আলে-ইমরান আয়াত:52
এখন অনেকের কাছে প্রশ্ন হতে পারে যে,প্রত্যেক নবীকেই যদি একই ধর্মের উপর নাজিল করা হয় তাহলে ধর্ম নিয়ে এত বৈপরিত্য কেন?কেন একেকজন একেক ধর্মের উপর বিশ্বাসী? এর উত্তর আমরা কুরআনের আয়াত দেখলে স্পষ্ট হবে।কোনো কিছু সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইলে সেটার দলিল দরকার পরে।দলিল ছাড়া কোনো কিছু সত্য বলে প্রমাণ পায় না।কুরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللهِ فَاِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।[1]

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।[1]

সুতরাং উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই একই দ্বীনের উপর প্রেরণ করেছেন আর সেই দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।যুগে যুগে যে নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই একে অপরকে সমর্থন করতেন,প্রত্যেকেই একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন।

তাদের আকিদা-বিশ্বাসে কোনো ভিন্নতা ছিল না।মূলত তাদের অনুসারীদের অনেকেই এ ভিন্নতার প্রতিস্ফলন ঘটায়।তারা বাস্তবতা জেনেও হিংসার ফলে বিদ্বেষ ছড়ায়।এতে সত্য থেকে তারা বিমুখ হয়ে পড়ে।

সূত্র: [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত:19]
[সূরা আশ-শুরা,আয়াত:14]

উপসংহার:

সর্বোপরি আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন কওম,বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য এবং পরিশেষে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমস্ত মানবজাতির হেদায়াতের জন্য।

অন্য যে নবী-রাসূল তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের কওম,নিজ জাতির জন্য নির্দিষ্ট করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সব গোত্র, সব জাতি, সমস্ত পৃথিবীর সব বর্ণের মানুষের মুক্তির জন্য পাঠিয়েছেন।তিনি ছিলেন সব নবীদের নেতা,রহমাতুল্লিল আলামিন।তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না।তিনিই শেষ।

তবে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রাসূল পাঠালেও তাদের সবার আকিদা ছিল একই।সবাই একই ধর্মের অনুসারী ছিলেন আর সেটি হলো ইসলাম।তারা প্রত্যেকেই সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন।তাদের শরিয়ত ছিল ভিন্ন।শরিয়ত হলো পথ,রাস্তা।একেকজনকে একেক শরিয়তের উপর নাজিল করা হয় কিন্তু ধর্ম একটাই।তাঁরা সবাই একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছেন। এক আল্লাহ তাঁর কোনো অংশীদার নেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। সবাই তা স্বীকার করেছেন কেউ এটার দ্বিমত করেন নি।

কালের বিবর্তনে তাদের অনুসারীদের অনেকেই একত্ববাদের উপর মিশ্রণ ঘটায়।আল্লাহ ছাড়াও তারা বিভিন্ন প্রকার দেবদেবী,অগ্নি,মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়।যেগুলো তাদের মনগড়া বাণী প্রচার করে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে।তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরই তারা মতবিরোধ করে। তারা জেনেও শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষের কারণে সত্য থেকে বিমুখ হয়।

পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া যত ধর্ম আছে এগুলোরই প্রতিস্ফলন যা মানুষ মনগড়াভাবে সৃষ্টি করেছে।একমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম বাকি যা আছে তা মানবরচিত। মানবরচিত হওয়ার কারণেই এই ধর্মগুলোতে ভুলভ্রান্তিতে ভরা।ইসলামে কোনো ভুল নেই কারণ এটা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম।বাকি যে ধর্ম পৃথিবীতে আসে তা আল্লাহর কাছে বাতিল বলে সাবস্ত হবে।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বানিয়েছেন।সমস্ত কিছুর সমাধান একমাত্র ইসলামেই পাবেন।একজন মুমিনের ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর গাইডলাইন দেয় এই ইসলাম।
শুধু যে ধর্ম,কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়।এটি সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রের সব কর্মকান্ডেরও এর দিকনির্দেশনা রয়েছে অন্য কোন ধর্মে নেই।

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে পাঠিয়েছেন এই সমস্ত কিছুর গাইডলাইন দিয়ে।তিনি নিজে প্রয়োগ করে উম্মতকে শিখিয়ছেন।তিনি ছিলেন আমাদের সেরা শিক্ষক।এটাই সত্য ধর্ম ইসলাম যা সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।